® বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত
AGRADOOT

বর্ষ ৬১, সংখ্যা ০৭, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২৪, জুলাই ২০১৭

এ সংখ্যায়

– ‘শিশু কিশোর যুবদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে স্কাউটিং বিপুল অবদান রেখে যাচ্ছে’ -মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট
– সভাপতি ও প্রধান জাতীয় কমিশনার পুনঃনির্বাচিত
– বিপি’র আত্মকথা
– ভ্রমণ কাহিনী
– সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ
– তথ্য প্রযুক্তি
– জানা-অজানা
– স্কাউট সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস

POWER IS YOURS

DHAKA ELECTRIC SUPPLY COMPANY LIMITED (DESCO)

উন্নততর গ্রাহক সেবা প্রদানে ডেসকো অঙ্গিকারাবদ্ধ

- One Point Service এর মাধ্যমে ডেসকো'র সেবা গ্রহণ করুন।
- বিদ্যুৎ বিল সহজতর ও ঝামেলামুক্ত করতে SMS এর মাধ্যমে ডেসকো'র বিল পরিশোধ করুন।
- e-mail অথবা Website এর মাধ্যমে ডেসকো'র নিয়ন্ত্রণাধীন আপনার এলাকার লোড শেডিং এর খবর জেনে নিন।
- গ্রাহক হয়রানী সম্পর্কে অভিযোগ থাকলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করুন।
- আপনার এলাকায় অনুষ্ঠিত গ্রাহক শুনানীতে অংশগ্রহণ করে আপনার সমস্যা ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিদ্যুৎ স্থাপনা আমাদের জাতীয় সম্পদ; দেশের নাগরিক হিসেবে এগুলো রক্ষা করুন।
- বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চুরি প্রতিরোধ করুন: বড় ধরনের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- লোড শেডিং কমাতে রাত ৮টার মধ্যে শপিং মল/দোকানপাটসহ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখুন।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন; এসি'র তাপমাত্রা ২৫° সে. বা তার উপর রাখুন।
- দোকান, শপিং মল, বাসা-বাড়ীতে অপ্রয়োজনীয় আলোকসজ্জা পরিহার করুন।
- কক্ষ/কর্মস্থল ত্যাগের পূর্বে বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বন্ধ করুন।
- দিনের বেলায় জানালার পর্দা সরিয়ে রাখুন, সূর্যের আলো ব্যবহার করুন।
- এক ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন অপেক্ষা এক ইউনিট বিদ্যুৎ সাশ্রয় অনেক লাভবান।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন; অন্যকে ব্যবহারের সুযোগ দিন।

বিদ্যুৎ খরচ কম হলে - আপনার লাভ তথা দেশের লাভ।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র
অগ্রদূত®
AGRADOOT

বর্ষ ৬১ সংখ্যা ০৭
আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২৪
জুলাই ২০১৭

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
মোঃ তৌফিক আলী

সম্পাদনা পরিষদ
শফিক আলম মেহেদী
মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান
মোঃ মাহফুজুর রহমান
আখতারুজ জামান খান কবির
মোহাম্মদ মহসিন
মোঃ মাহমুদুল হক
সুরাইয়া বেগম, এনডিসি
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
মোঃ আবদুল হক

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ মশিউর রহমান

সহ-সম্পাদক
আওলাদ মারুফ
ফরহাদ হোসেন

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

গ্রাফিক্স
মো. জিলানী চৌধুরী

বিনিময় মূল্য: বিশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৩৪২০৫৮, ৯৩৩৩৬৫১
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-১২৬
মোবাইল: ০১৭১২-৮৬৪১১৫ (বিকাশ নম্বর)
ফ্যাক্স: ৮৮০২-৯৩৪২২২৬

ই-মেইল
probangladeshscouts@gmail.com
bsagrodoot@gmail.com

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্লিক করুন
www.scouts.gov.bd

সম্পাদকীয়

এ মাসেই অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কাউন্সিলের ৪৬তম বার্ষিক (ত্রৈ-বার্ষিক) সভা। এ সভায় পুনঃনির্বাচিত হন বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি ও প্রধান জাতীয় কমিশনার। দু'জনেরই অত্যন্ত বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আজ দেশ-বিদেশে বাংলাদেশের স্কাউটিং একটি সমৃদ্ধশীল ও গতিশীল আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। আমরা বাংলাদেশ স্কাউটসের নব নির্বাচিত স্কাউটিংয়ের প্রাণ পুরুষ এই দু'জন ব্যক্তিত্ব সভাপতি জনাব আবুল কালাম আজাদ ও প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান-কে জানাই কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন। তাঁদের কৃতিত্ব ও অবদান দেশব্যাপী স্কাউট পরিবারের অগণিত সদস্য কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছে।

জাতীয় কাউন্সিলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট জনাব আবদুল হামিদ তাঁর মহামূল্যবান বক্তব্যের মাধ্যমে স্কাউটদের অনুপ্রাণিত করেছেন এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে আধুনিক প্রগতিশীল ও সৃজনশীল জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে স্কাউটরা যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতির দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য স্কাউটদের জন্য পাথেয় হয়ে থাকবে।

৪৬তম জাতীয় কাউন্সিল সভায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্কাউটিংয়ে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১৬ সালের কৃর্তিমান স্কাউটারদের 'রৌপ্য ব্যাঘ্র' ও 'রৌপ্য ইলিশ' পদক প্রদান করা হয়। আমরা তাঁদের জানাই অভিনন্দন। সেই সাথে রাষ্ট্রপতি স্কাউট অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের জানাই স্কাউটস সালাম।

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবিটি জাতীয় কাউন্সিলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি স্কাউট অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত একজন গার্ল ইন স্কাউটসের ছবি। মহামান্য রাষ্ট্রপতি নিজে অন্যান্যদের অ্যাওয়ার্ড প্রদান ও পিএসদেরকে পদক পরিয়ে দেন।

জুলাই ২০১৬ থেকে নিয়মিত
প্রকাশিত হচ্ছে বাংলাদেশ স্কাউটস ইনবক্স...

ক্লিক করুন : www.scouts.gov.bd

সূচীপত্র

শিশু কিশোর যুবদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে স্কাউটিং বিপুল অবদান রেখে যাচ্ছে –মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট	০৩
সভাপতি ও প্রধান জাতীয় কমিশনার পুনঃনির্বাচিত	০৬
২০১৬ সালে জাতীয় স্কাউট পদকপ্রাপ্তরা	০৭
হজ যাত্রীদের জন্য রোভার স্কাউটদের সেবাদান কার্যক্রম	০৮
আত্মকথা – লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল	০৯
ফিরে দেখা দিনগুলো...	১১
ডাঃ মির্জা আলী হায়দার একজন কীর্তিমান স্কাউটার	১৩
স্বদেশ-বিবৃতি	১৫
স্কাউটিং কার্যক্রমের ছবি	১৭
ভ্রমণ কাহিনী : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছবি আঁকা	২৫
সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ	২৬
ছড়া-কবিতা	২৭
খেলা-ধুলা	২৮
তথ্য-প্রযুক্তি	২৯
জানা-অজানা	৩০
স্কাউট সংবাদ	৩১
স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা	৪০

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে *অগ্রদূত* এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার *অগ্রদূত*-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন *অগ্রদূত* পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

– সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানোর ঠিকানাঃ bsagrodoot@gmail.com, probangladeshscouts@gmail.com
ডাকযোগেঃ সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

শিশু কিশোর যুবদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে স্কাউটিং বিপুল অবদান রেখে যাচ্ছে

–মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট

১৩ জুলাই, ২০১৭ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন ঢাকায় বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কাউন্সিলের ৪৬তম বার্ষিক (ত্রৈবার্ষিক) সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট জনাব মোঃ আবদুল হামিদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উক্ত সভার উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ। বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান উক্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিব, উর্ধতন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় নেতৃবৃন্দ, সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ, বাংলাদেশ স্কাউটসের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ব্যাঘ্র' এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ইলিশ' অ্যাওয়াডপ্রাপ্ত স্কাউটারবৃন্দ, অতিথিবৃন্দ, ইউনিট লিডার ও "প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড" অর্জনকারী স্কাউটবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী সভায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি স্কাউটিং কার্যক্রমে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ৬ জন স্কাউটারকে বাংলাদেশ স্কাউটসের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ব্যাঘ্র' এবং ২০ জন স্কাউটারকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ইলিশ' অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন। এছাড়াও ২০১৬ সালে সারাদেশের ৩২৭ জন "প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড" অর্জনকারী স্কাউট সদস্যদের মধ্যে প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড বিতরণ করেন।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি তাঁর মূল্যবান বক্তব্যে বলেন– বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কাউন্সিলের ৪৬তম বার্ষিক (ত্রৈবার্ষিক) সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকতে

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট থেকে জনাব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন রৌপ্য ব্যাঘ্র অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন

পেরে আমি আনন্দিত। ২০১৬ সালে স্কাউট আন্দোলনে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ যে সকল স্কাউট নেতৃবৃন্দ স্কাউটের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড রৌপ্য ব্যাঘ্র' ও রৌপ্য ইলিশ' অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছেন আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। সিনিয়র নেতাদের পাশাপাশি যেসব স্কাউট প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে আমি তাদেরকেও প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাই।

তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, আমার বিশ্বাস, এ অর্জন দেশের তরুণ ও যুব সমাজকে স্কাউট আন্দোলনে আরও উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করবে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি বলেন– আপনারা জানেন, ইংরেজ লেফটেন্যান্ট-জেনারেল রবার্ট ব্যাডেন পাওয়েল ১৯০৭ সালে স্কাউট আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। তাঁর প্রবর্তিত আন্দোলন আজ শতবর্ষ অতিক্রম করে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। শিশু-কিশোর ও যুবদের চরিত্রবান, আত্মপ্রত্যয়ী, দেশপ্রেমিক ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এ আন্দোলন বিপুল অবদান রেখে যাচ্ছে। আমাদের দেশে শিশু-কিশোর-তরুণ ও যুবদের স্কাউট কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি এ আন্দোলনকে জনপ্রিয় ও দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে বাংলাদেশ স্কাউটস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। নতুন প্রজন্মকে আত্মনির্ভরশীল ও দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস প্রণীত স্কাউটিং কর্মসূচি অত্যন্ত কার্যকর ও যুগোপযোগী বলে আমি মনে করি। বাংলাদেশ স্কাউট দেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ৩২তম এশিয়া-প্যাসিফিক স্কাউট জাম্বুরী স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ২০২১ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হবে। এটা অত্যন্ত আনন্দের। বহির্বিশ্বের স্কাউটদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের স্কাউটরা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আরো অবদান রাখবে-এটাই সকলের প্রত্যাশা।

বাংলাদেশ আজ উন্নয়ন ও অগ্রগতির মহাসড়কে এগিয়ে চলেছে। আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন সূচকে এগিয়ে থাকায় বাংলাদেশ

একজন গার্ল-ইন-স্কাউটকে 'পিএস' অ্যাওয়ার্ড পরিয়ে দেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি

বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্বে আজ উন্নয়নের 'রোল মডেল' হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তা সত্ত্বেও মহান মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য অর্জনে আমাদের আরও অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর 'স্বপ্নের সোনার বাংলা'কে আধুনিক বিজ্ঞান এবং তথ্য-প্রযুক্তির ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, আমি জেনে আনন্দিত যে, বাংলাদেশ স্কাউটস তরুণ স্কাউটদের মধ্যে তথ্য-প্রযুক্তির দক্ষতা অর্জনের কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ স্কাউটস-এর কার্যক্রম অধিক দৃশ্যমান ও কার্যকর করতে স্কাউট নেতৃবৃন্দকে আরো বেশি উদ্যোগী হতে হবে। শিশু-কিশোরদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে স্কাউট আন্দোলনকে তৃণমূলে ছড়িয়ে দিতে হবে, আরো জনপ্রিয় করতে হবে।

আমাদের মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস যাতে স্কাউটরা জানতে পারে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নিজেদের মধ্যে ধারণ করতে পারে স্কাউট নেতৃবৃন্দকে সে লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

তিনি স্কাউটদের উদ্দেশ্যে বলেন– একজন স্কাউট লেখাপড়ায় যেমন ভাল, তেমনি সমাজে পরোপকারী ও স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সকলের স্নেহ ও ভালোবাসার অধিকারী। বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে স্কাউটদের বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে। আমি জেনে খুশি হয়েছি, লেখাপড়ার পাশাপাশি স্কাউটরা দুর্যোগকালীন দ্রুত সাড়াদান, জঙ্গিবাদ ও মাদকবিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ, স্বাস্থ্যসেবা, স্যানিটেশন, বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ রক্ষার মতো বিভিন্ন সমাজ গঠনমূলক কাজে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। এ জন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই। আমি আশা করবো স্কাউটরা নিজেরা ভালো কাজ করবে এবং অন্যান্য সহপাঠীদেরও ভালো কাজে অংশ গ্রহণের আহ্বান জানাবে। তিনি পদক প্রাপ্ত স্কাউটদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমি তোমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

তিনি তাঁর বক্তব্যে আরো বলেন – সাম্প্রতিক সময়ে জঙ্গি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের ঘটনা আমাদেরকে ভাবিয়ে তুলেছে। বস্তুত কোন ধর্মই সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ সমর্থন করে না। আমাদের শিশু, কিশোর ও যুবদের ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিষবাষ্প থেকে দূরে রাখতে তাদের মুক্তিযুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাদের জানাতে হবে, আমাদের এই মাতৃভূমিতে জঙ্গিবাদ বা সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান নেই। হাজার বছর ধরে নানা জাতি-ধর্মের মানুষ এই ভূখণ্ডে শান্তিপূর্ণভাবে মিলেমিশে বসবাস করে আসছে। তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমাদের সুমহান ঐতিহ্য। সম্মিলিতভাবে এ ঐতিহ্যকে অব্যাহত রাখতে হবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আধুনিক, প্রগতিশীল ও সৃজনশীল জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে স্কাউটিং কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আজ সুস্পষ্ট। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে সম্প্রতি অতি বৃষ্টিতে উপর্যুপরি বন্যা, পাহাড় ধসে হতাহতের ঘটনাসহ বজ্রপাতে বিপুল মানুষের প্রাণহানি দেশবাসীকে ভাবিয়ে তুলেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাসে স্কাউটরা জনসচেতনতা সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। রাষ্ট্রপতি বলেন, আমি জানতে পেরেছি, বাংলাদেশ স্কাউটসের বর্তমান সদস্য ১৬ লক্ষ। যা জনসংখ্যার অনুপাতে কম বলে প্রতীয়মান হয়। স্কাউট সদস্য সংখ্যা ২১ লক্ষে উন্নীত করতে বাংলাদেশ স্কাউটস 'ন্যাশনাল স্ট্রাটেজিক প্লান-২০২১' বাস্তবায়ন করছে। এ পরিকল্পনার আলোকে স্কাউট সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি স্কাউটিং মান বৃদ্ধিতে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। স্কাউটিং এর সুফল সকল পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য পাড়া, গ্রাম, মহল্লাসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ও কমিউনিটিভিত্তিক স্কাউটিং চালু করা একান্ত প্রয়োজন। স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে আগামী দিনের যোগ্য নেতৃত্ব তৈরিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসার জন্য তিনি স্কাউট নেতৃবৃন্দ, অভিভাবক, শিক্ষক, জনপ্রতিনিধিসহ উপস্থিত সকলকে আন্তরিক আহবান জানান।

তিনি কাউন্সিলরদের উদ্দেশ্যে বলেন– আজকের কাউন্সিলে বাংলাদেশ স্কাউটস এর বিগত বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদনসহ যাবতীয় কার্যক্রমের মূল্যায়ন হবে। অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে আগামীতে স্কাউটিং আন্দোলন বেগবান, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে স্কাউট নেতৃবৃন্দ আরো ভূমিকা রাখবেন- এ প্রত্যাশা করি। রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউটস তাঁর মূল্যবান বক্তব্য শেষে বাংলাদেশ স্কাউটসের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে জাতীয় কাউন্সিলের ৪৬তম বার্ষিক (ত্রৈবার্ষিক) সাধারণ সভার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

স্বাগত বক্তব্যে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান বলেন- সমাজ উন্নয়ন বিভাগ ইউএনডিপির আর্থিক সহযোগিতায় দেশের ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প প্রবণ এলাকায় দ্রুত উদ্ধার কাজে সাড়া দেয়ার লক্ষ্যে উদ্ধার উপকরণসহ ডিজাস্টার রেসপন্স টিম গঠন করেছে। দেশে সংঘটিত বিভিন্ন দুর্যোগে উদ্ধার ও পুনর্বাসন কাজে অংশগ্রহণ ও সেবাদানের জন্য স্কাউটরা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে স্কাউট ও স্কাউটারগণ নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করছে। এর মাধ্যমে বর্হিবিশ্বে ও পার্শ্ববর্তী দেশের জনগণের সাথে যোগাযোগ ও দেশের ভাবমূর্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের জন্য নিয়মিতভাবে আইসিটি ক্যাম্প ও ইন্টারনেট জাম্বুরী

আয়োজন করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও স্কাউটদের দক্ষতা অর্জনের জন্য বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় সকল জেলা ও উপজেলায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্যাম্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতায় "বাংলাদেশে স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও স্কাউট শতাব্দি ভবন নির্মাণ" শিরোনামে ১২২ কোটি টাকার একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে কাব স্কাউটিং সম্প্রসারণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) শিরোনামে ২৪০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এ প্রকল্পটি দেশে কাবিং কার্যক্রম ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করতে সহায়তা করবে। স্কাউটদের প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরের ৯৫ একর বনভূমি দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেছেন এবং দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুটি করে কাব স্কাউট, স্কাউট ও গার্ল ইন স্কাউট ইউনিট খোলার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন। এছাড়াও বর্তমান সময়ে আমাদের যুবসমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করার লক্ষ্যে পাড়া মহল্লায় আরো বেশী করে স্কাউট দল গঠন করে তাদেরকে উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তিনি সকলের প্রতি অনুরোধ জানান।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতায় স্কাউটিং সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশব্যাপী স্কাউটিং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে যে গতি এনেছে তার জন্য স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার সদাশয় সরকারকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। ২০১৬ সালে অনন্য অবদানের জন্য যে সকল স্কাউট এবং স্কাউটরা অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেন তাদেরকে তিনি অভিনন্দন জানান।

বাংলাদেশ স্কাউটস-এর সভাপতি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন, দেশের শিশু, কিশোর ও যুবদের আত্মনির্ভরশীল, চরিত্রবান ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি স্কাউটিং কার্যক্রম এখন সর্বমহলে স্বীকৃত। দেশ ও জনগণের জন্য পরোপকারী দক্ষ কর্মী তৈরি করার জন্য স্কাউটিংয়ের ব্যাপক সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। তিনি রাষ্ট্রীয় ব্যস্ততার মাঝেও কাউন্সিল সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট এর নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। একই সাথে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নির্দেশনায় স্কাউটিংয়ের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি 'রৌপ্য ব্যাঘ্র' ও 'রৌপ্য ইলিশ' অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত স্কাউটারগণকে অভিনন্দন জানান এবং স্কাউটিং এ তাঁদের সময় ব্যয় করার জন্য ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি তিনি প্রেসিডেন্টস স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জনকারী স্কাউটদের অভিনন্দন জানান এবং তাদের অভিভাবক, শিক্ষক ও ইউনিট লিডারদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, স্কাউটিং জীবনের জন্য। বন্যা দুর্গত এলাকা ও তাজরিন ফ্যাশন দুর্ঘটনায় স্কাউটরা প্রথম উপস্থিত হয়ে উদ্ধার কাজে সহায়তা প্রদান করেছে। রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা কাজে স্কাউটরা সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করেছে। বর্তমান সময়ে উত্তরবঙ্গে স্কাউটরা ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বৃক্ষরোপণ, জ্যোতিবিজ্ঞান, হাঁসপালনসহ সকল বিষয় স্কাউটিংয়ে অন্তর্ভূক্ত আছে। স্কাউটরা যাতে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে তার জন্য স্কাউটারদের কাজ হলো তাদের পথ দেখিয়ে দেয়া। বর্তমান সময়ে স্কাউটরা এসডিজি বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত হয়েছে। তিনি বলেন, আগামী ০৩ বছরের জন্য নতুন নির্বাচিত কমিটি ১৬ লক্ষ স্কাউটকে নেতৃত্ব দিবে। আশা করি ১৬ লক্ষ স্কাউট ১৬ লক্ষ নেতায় পরিনত হবে।

তিনি আরও বলেন যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট এই কাউন্সিলের প্রধান ব্যক্তিত্ব। তিনি আমাদের সকল কার্যক্রমের অনুপ্রেরণার মূল উৎস। তাঁকে আমাদের মাঝে পেয়ে আজ আমরা গর্বিত। তাঁর সুচিন্তিত দিক-নির্দেশনামূলক পরামর্শ আমাদের আগামী দিনের পথ চলার পাথেয় হয়ে থাকবে।

দ্বিতীয় পর্বে অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি উপস্থিত কাউন্সিলরগণের সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ স্কাউটস এর ৪৬তম বার্ষিক (ত্রৈবার্ষিক) কাউন্সিল সভায় আগামী তিন বছরের জন্য সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও কাউন্সিলর প্রতিনিধি হিসেবে নিম্নবর্ণিত স্কাউটারগণকে মনোনিত ঘোষণা করেন–

ক) **সভাপতি:** জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ

খ) **সহ-সভাপতি:** জনাব মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক

গ) **কোষাধ্যক্ষ:** জনাব মোঃ আবদুস সালাম খান

ঘ) **আঞ্চলিক প্রতিনিধি, ঢাকা অঞ্চল:** এডভোকেট আহসানুল মুজাক্কির, এলটি

ঙ) **আঞ্চলিক প্রতিনিধি, রাজশাহী অঞ্চল:** জনাব মাহমুদা নাছরিন আখতার

চ) **আঞ্চলিক প্রতিনিধি, বরিশাল অঞ্চল:** আলহাজ্ব আলেয়া সাঈদ, এলটি

ছ) **আঞ্চলিক প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম অঞ্চল:** জনাব মোঃ জাকির হোসেন, এলটি

জ) **আঞ্চলিক প্রতিনিধি, রোভার অঞ্চল:** প্রফেসর মোঃ আবুল কালাম চৌধুরী, এলটি

ঝ) **আঞ্চলিক প্রতিনিধি, রেলওয়ে অঞ্চল:** জনাব মোঃ আমিনুর রশিদ

সর্বসম্মতিক্রমে প্রধান জাতীয় কমিশনার পদে নিয়োগর জন্য ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান এর নাম সুপারিশ করা হয়।

■ অগ্রদূত প্রতিবেদন

সভাপতি ও প্রধান জাতীয় কমিশনার পুনঃনির্বাচিত

বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কাউন্সিলের ৪৬তম বার্ষিক (ত্রৈবার্ষিক) সাধারণ সভায় আগামী তিন বছরের জন্য জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়- সভাপতি এবং ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়- প্রধান জাতীয় কমিশনার হিসেবে উপস্থিত কাউন্সিলরগণের সর্বসম্মতিতে পুনরায় বাংলাদেশ স্কাউটসের দায়িত্ব পান। তাঁদের সংক্ষিপ্ত স্কাউটিং জীবনালেখ্য তুলে ধরা হল–

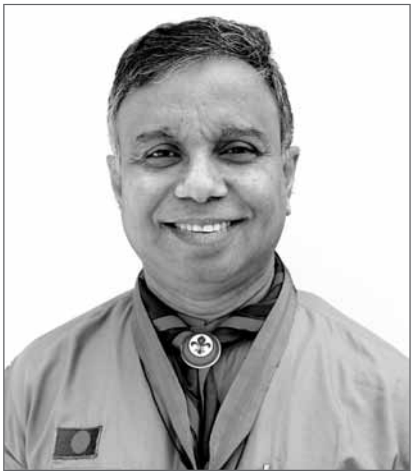

জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ

জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ ১৯৫৭ সালের ৬ জানুয়ারি জামালপুর জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাবা মরহুম মোঃ জহুরুল হক ও মাতা বেগম আক্তারন্নেসা। তিনি জামালপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি, জামালপুর সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ থেকে এইচএসসি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এর প্রশাসন ক্যাডারের সদস্য হিসেবে সরকারি চাকুরীতে যোগদান করে মাঠ পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ২০০৮ সাল থেকে বিদ্যুৎ বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের এর সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব ও মুখ্য সচিব হিসেবে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন শেষে বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ ছাত্র জীবন থেকেই কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউট হিসেবে স্কাউটিং এর সাথে জড়িত। তিনি ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন। ২০০৮ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষে ২০১৪ সালের ১৬ জুলাই থেকে বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় উপ কমিশনার, জাতীয় কমিশনার এর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ স্কাউটসের একজন দক্ষ লিডার ট্রেনার। ২০১২ সালে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের রিজিওনাল স্কাউট কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। স্কাউটিং কার্যক্রমে বলিষ্ট ভূমিকা পালন ও বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ স্কাউটসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ইলিশ' এবং ২০০৭ সালে বাংলাদেশ স্কাউটসের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ব্যাঘ্র' পদকে ভূষিত হন। এছাড়াও তিনি ২০১৫ সালে থাইল্যান্ড স্কাউটস এর 'দি ফাস্ট ক্লাস সাইটেশন মেডেল' অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন।

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান ১৯৫৯ সালের ৩ নভেম্বর মাদারীপুর জেলার পাঁচখোলা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাবা মরহুম মোঃ আব্দুল কুদ্দুস খান ও মাতা ওয়াজেদা বেগম। তিনি মাদারীপুর ইউনাইটেড সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি ও ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজকল্যাণ বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। তাছাড়া তিনি কায়রো ডেমোগ্রাফিক সেন্টার ও মিশর থেকে জনসংখ্যার উপর বিশেষ ডিপ্লোমা ডিগ্রী অর্জন করেন। ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এর প্রশাসন ক্যাডারের সদস্য হিসেবে সরকারি চাকুরীতে যোগদান করে মাঠ পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ২০০৮ সালে সচিব হিসেবে পদোন্নতি পাওয়ার পর তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, আইএমইডি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর সিনিয়র সচিব হিসেবে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন শেষে বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি ছাত্র জীবন থেকেই স্কাউটিং এর সাথে জড়িত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের সদস্য ছিলেন। ২০১৪ সালের ১৬ জুলাই থেকে বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ১৯৯২ সাল থেকে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় উপ কমিশনার, জাতীয় কমিশনার ও আন্তর্জাতিক কমিশনার এর দায়িত্ব পালন করেন। স্কাউটিং কার্যক্রমে বলিষ্ট ভূমিকা পালন ও বিশেষ অবদানের জন্য ২০০৪ সালে বাংলাদেশ স্কাউটসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ইলিশ' এবং ২০০৮ সালে বাংলাদেশ স্কাউটসের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ব্যাঘ্র' পদকে ভূষিত হন। এছাড়াও তিনি ২০১৫ সালে ভারত স্কাউটস ও গাইডস এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'সিলভার এলিফ্যান্ট' এবং ফিলিপাইন স্কাউটসের 'ব্রোঞ্জ তামারু' অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন।

■ অগ্রদূত প্রতিবেদন

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট এর সাথে 'রৌপ্য ব্যাঘ্র' প্রাপ্ত স্কাউটারবৃন্দ

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট এর সাথে 'রৌপ্য ইলিশ' প্রাপ্ত স্কাউটারবৃন্দ

২০১৬ সালে জাতীয় স্কাউট পদকপ্রাপ্তরা

স্কাউট আন্দোলনের সাংগঠনিক কার্যাবলী বাস্তবায়ন, প্রশিক্ষণ কোর্স সংগঠন ও পরিচালনা এবং প্রোগ্রাম বাস্তবায়নসহ স্কাউটিংয়ের সার্বিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের কার্যাবলী পর্যালোচনা করে বাংলাদেশ স্কাউটস ইউনিট, উপজেলা, জেলা, অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায়ের স্কাউট কর্মকর্তাদের অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে থাকে। ২০১৬ সালে বাংলাদেশ স্কাউটস বিভিন্ন স্তরে সর্বমোট ৮৩৬ জনকে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেছেন।

১৩ জুলাই, ২০১৭ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন ঢাকায় বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কাউন্সিলের ৪৬তম বার্ষিক (ত্রৈবার্ষিক) সাধারণ সভায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট জনাব মোঃ আবদুল হামিদ ৮ জন স্কাউটারকে বাংলাদেশ স্কাউটসের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ব্যাঘ্র' এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ইলিশ' ২০ জনকে বিতরণ করেন।

'রৌপ্য ব্যাঘ্র' অ্যাওয়ার্ড গ্রহণকারী স্কাউটারগণ হলেন–

১. জনাব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন, এনডিসি, সভাপতি, উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস ও সিনিয়র সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; ২. জনাব সুরাইয়া বেগম, এনডিসি, জাতীয় কমিশনার (গার্ল-ইন-স্কাউটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস ও সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; ৩. Mr. Philip Roberts, Jersey Scouts Association, United Kingdom; ৪. Mr. Daniel G. Ownby, Vice-Chairperson, World Scout Committee; ৫. Anatchai Rattakul, International Commissioner, National Scout Organization of Thailand; ৬. জনাব মীর মনসুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ স্কাউটস, টাংগাইল জেলা; ৭. প্রফেসর আবদুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল; ৮. জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম, জেলা এয়ার স্কাউট লিডার, বাংলাদেশ স্কাউটস, যশোর জেলা এয়ার।

'রৌপ্য ইলিশ' অ্যাওয়ার্ড গ্রহণকারী স্কাউটারগণ হলেন–

১. জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ, সভাপতি, মেম্বারশীপ গ্রোথ বিষয়ক জাতীয় কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস ও সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; ২. জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন, সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস ও সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাবিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; ৩. জনাব মোঃ জিল্লার রহমান, সভাপতি, মেম্বারশীপ রেজিস্ট্রেশন বিষয়ক জাতীয় কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস ও সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; ৪. জনাব মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান, সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস ও সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; ৫. রিয়ার এডমিরাল এম মকবুল হোসেন, ওএসপি, বিসিজিএমএস, এনডিইউ, পিএসসি, আঞ্চলিক কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, নৌ অঞ্চল; ৬. জনাব মোঃ আবদুল হক, জাতীয় কমিশনার (গবেষণা ও মূল্যায়ন), বাংলাদেশ স্কাউটস; ৭. প্রকৌশলী দেওয়ান মোহাম্মদ হানজালা, জাতীয় উপ কমিশনার (উন্নয়ন), বাংলাদেশ স্কাউটস; ৮. জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, সভাপতি, মৌচাক স্কাউট স্কুল অ্যান্ড কলেজ ব্যবস্থাপনা কমিটি; ৯. জনাব কে এম সাইদুজ্জামান, আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল; ১০. এডভোকেট আহ্সানুল মোজাক্কির, আঞ্চলিক উপ কমিশনার (বিধি ও গ্রোথ), বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল; ১১. জনাব মোঃ কুতুবউদ্দিন, আঞ্চলিক উপ কমিশনার (গবেষণা ও মূল্যায়ন), বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকাঅঞ্চল; ১২. জনাব ফাতেমা আক্তার খাতুন, ইউনিট লিডার, রফিকুল ইসলাম মুক্ত স্কাউট গ্রুপ, ময়মনসিংহ; ১৩. জনাব মোঃ আক্তারুজ্জামান, আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস, খুলনা অঞ্চল; ১৪. জনাব পূর্ণেন্দু শেখর পাল, সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা, নোয়াখালী; ১৫. জনাব মোঃ জাকির হোসেন, সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম অঞ্চল; ১৬. খন্দকার খায়রুল আনম,সদস্য, আঞ্চলিক নির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চল; ১৭. প্রফেসর সন্তোষ কুমার চৌধুরী, সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল; ১৮. প্রফেসর মুহম্মদ এনামুল হক খান, আঞ্চলিক উপ কমিশনার (অ্যাডাল্টস-ইন-স্কাউটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল; ১৯. জনাব মো: শাহ আলম ভূঁইয়া, সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, রেলওয়ে অঞ্চল ও ২০. জনাব মোহাম্মদ শাহীন রাজু, আঞ্চলিক উপ কমিশনার (কাব স্কাউট ও স্পেশাল ইভেন্টস), বাংলাদেশ স্কাউটস, রেলওয়ে অঞ্চল।

■ অগ্রদূত প্রতিবেদন

হজ যাত্রীদের জন্য রোভার স্কাউটদের সেবাদান কার্যক্রম

রোভার স্কাউটদের মূলমন্ত্র হচ্ছে 'সেবা'। সেবার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে রোভার স্কাউটরা সকল সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে। এরূপ একটি সেবা কার্যক্রম হজ যাত্রীদের যাত্রাসুবিধা দানে অস্থায়ীভাবে ঢাকায় অবস্থানকালীন সেবাদান। প্রতি বছর হাজীদের জন্য অস্থায়ী হজ ক্যাম্পের আয়োজন শুরু হয়েছিল শাহবাগস্থ বর্তমান জাতীয় যাদুঘর থেকে। পরবর্তীতে আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ বেতারের পাশে অবস্থিত জাতীয় আর্কাইভ ভবনের স্থানে। পরবর্তীতে তা মহাখালীস্থ বর্তমানে গাউসুল আজম মসজিদ কমপ্লেক্স, তারপরে মিরপুর ১৪ নম্বরস্থ সরকারি হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজে সেখান থেকে বর্তমান রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল ও কলেজে, তারপর গাজীপুরস্থ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে বর্তমানে আশকোনাস্থ স্থানে এসে স্থায়ী ক্যাম্প হয়েছে। ১৯৭৭ সালে প্রথমবারের মত হজ ক্যাম্পে রোভার স্কাউটদের সেবাদান কার্যক্রম শুরু হয়। সেই থেকে পর্যায়ক্রমে আজ ২০১৭ সাল এসে তা ৪১ বছরে পা রাখছে। যা একটি যুগান্তকারী ঘটনা। শুরুতে শুধুমাত্র সরকারি ব্যবস্থাপনায় এদেশের হজ যাত্রীগণ হজে যেতে পারতেন। পরবর্তীতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হ্যাব এর মাধ্যমে হজ যাত্রীগণ হজে যেতে পারছেন।

বর্তমানে স্থায়ী হজ ক্যাম্পে রোভার স্কাউটরা প্রতি বছর প্রায় ৩৮-৪০ দিন ব্যাপী হজ যাত্রীগণকে সেবা দিয়ে আসছে। প্রতিদিন ৬ ঘন্টা করে ৪টি শিফটে প্রায় ১০০ জন রোভার স্কাউট ও কর্মকর্তা হজ ক্যাম্পে সেবাদান কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে। পুরো ক্যাম্প প্রায় ৪০০০ জন রোভার স্কাউট এই দায়িত্ব পালন করে। হজ ক্যাম্পে রোভার স্কাউটরা সেবাদান কার্যক্রমকে একটি পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে মনে করে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে থাকে। রোভার স্কাউটরা ৪০ বছর যাবৎ হজ ক্যাম্পে সম্মানিত হজ যাত্রীগণকে সেবা দিয়ে আসছে। রোভার স্কাউটরা প্রতি বছর প্রায় ৩৮-৪০ দিন ব্যাপী ৪০০০ জন রোভার স্কাউট হজ ক্যাম্পে সেবাদান করে থাকে। অতীতে রোভার স্কাউটদের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে তেমন কোন বরাদ্দ ছিল না। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতি বছর রোভার স্কাউটদের সেবাদান করার জন্য এককালীন ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকা বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। একজন রোভার স্কাউটকে প্রতি শিফটে সম্মানী বাবদ মাত্র ১২০/ টাকা প্রদান করা সম্ভব হয়। যার মাধ্যমে তাঁর খাওয়া, যাতায়াত ও অন্যান্য ব্যয় মিটাতে হয়। রোভার স্কাউটরা কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকারী ছাত্র-ছাত্রী।

হজ ক্যাম্পে রোভার স্কাউটদের সেবা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন মাননীয় ধর্মমন্ত্রী

আশির দশকে হজ ক্যাম্পে সেবাদানকারী রোভার স্কাউটদের মধ্য থেকে প্রথম সরকারি হজ প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে রোভার স্কাউটদের হজে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে দীর্ঘকাল এ প্রক্রিয়া বন্ধ ছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০১৪ সাল থেকে এ প্রক্রিয়া আবার শুরু হয়েছে। ২০১৪ সালে ৫ জন, ২০১৫ সালে ১৫ জন এবং ২০১৬ সালে ১৬ জন রোভার স্কাউট ও কর্মকর্তা সরকারি হজ প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে মক্কা শরীফে গমন করে এবং পবিত্র হজ ও অন্যান্য কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। সরকারি হজ প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণকারী রোভার স্কাউট সদস্য মক্কা শরীফে বাংলাদেশি হজ যাত্রীগণকে প্রয়োজনীয় সেবা দিয়ে থাকে।

২১ জুলাই ,২০১৭ শুক্রবার, 'হজ ক্যাম্প, আশকোনা, ঢাকায়' সম্মানিত হজ যাত্রীদের জন্য রোভার স্কাউটদের সেবাদান কার্যক্রম এর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী অধ্যক্ষ মতিউর রহমান।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবদুল জলিল বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ শাহ কামাল, সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন)। স্বাগত বক্তব্য দেন জনাব মোঃ মোহসীন, যুগ্ম সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন), ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন সিকদার, জাতীয় উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন), জনাব এ কে এম সেলিম চৌধুরী, সম্পাদক, রোভার অঞ্চল এবং হজ অফিসার। এছাড়াও বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

■ অগ্রদূত প্রতিবেদন

আত্মকথা

লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল

■ পূর্ব প্রকাশের পর:

সামরিক বাহিনীর স্কাউট প্রশিক্ষণের শিক্ষাগত মূল্য

সামরিক বাহিনীতে লোকদের সৈনিক করে তোলার জন্য প্রশিক্ষণের সময় তাদের চরিত্রের কিছু ত্রুটি সংশোধন করা হত। একজন নির্ভরযোগ্য মানুষের প্রয়োজনীয় গুণাবলি অনুপ্রবেশ করার মাধ্যমে তার শিক্ষায় বাদপড়া বিষয়গুলো পরিপূর্ণ করা হত। বিদ্যালয়ের পাঠ্যবইয়ে নেই এমন অনেক উত্তম গুণ তাদের মধ্যে প্রবেশ করানো হত। যেমন– ব্যক্তিগত সাহস, বুদ্ধিমত্তা, উদ্যোগ এবং অভিযাত্রার চেতনা। এসব আমরা করতাম ড্রিল বা কোনো নির্দেশ চাপিয়ে দিয়ে নয়, বরং তাদের নিয়ে যেতাম প্রকৃতির মধ্যে ও বনবাসীর জীবনে। আদিম জীবনের যতটুকু সম্ভব কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হত। সেখানে চিহ্ন অনুসরণ দেখানো হত, দেশকে দেখার এবং দিনে রাতে পর্যবেক্ষণের সুযোগ দেওয়া হত। শেখানো হত সতর্ক পদক্ষেপে হাঁটা, আর নিজেকে গোপন করা, আশ্রয় তৈরি করা, নিজেদের জন্য খাবার সংগ্রহ করা, আশ্রয় তৈরি করা, নিজেদের জন্য খাবার সংগ্রহ করা আর আত্মরক্ষার্থে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

এসব কর্মসূচি এত বেশি যুবসমাজকে আকর্ষণ করেছিল যে, প্রশিক্ষণের জন্য আগ্রহী লোকের অভাব পড়ত না।

এ থেকে উল্লেখযোগ্য নমুনাও আমরা পেলাম। আগে অনেক যুবক ব্যারাক জীবনের একঘেয়েমি ও অনবরত কুচকাওয়াজের কারণে পালিয়ে যেত, এখন আমরা সেসব ঘটনা একেবারেই কম দেখছি।

প্রশিক্ষণের ফল হিসেবে আমাদের লোকেরা খুব তাড়াতাড়িই আসল সামর্থ্যের চেয়ে বেশি কিছু দেখাতে সক্ষম হল। সামরিক বাহিনীর স্কাউট হিসেবে তাদের মূল্য অনেকে বেড়ে গেল। দেখা গেল তারা তাদের কাজের জন্য গৌরববোধ অর্জন করছে, নিজেদের ওপর আস্থা এসেছে, দায়িত্ববোধ, বিশ্বাস এবং অন্যান্য গুণ তাদের পৌরুষ, আত্মমর্যাদা ও আনুগত্যের উচ্চতর মানে উন্নীত করেছে।

নাগরিক গুণাবলি প্রশিক্ষণের জন্য স্কাউট প্রশিক্ষণ

ম্যাফেকিং অবরোধের সময় আমার প্রধান স্টাফ অফিসার লর্ড এডওয়ার্ড সিসিল একটি ধারণার ওপর গুরুত্ব দিলেন। শহরের বালকেরা সেনাসদস্যের বদলে আর্দালি, সংবাদবাহক ইত্যাদি পদে কাজ করে সেনাদের পরিখায় কাজ করার সুযোগ দিবে।

সে মতে বালকদের একটি দলে সংগঠিত করা হল। তাদের নিজেদেরই একজন অধিনায়কত্বে থাকল। তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে চরম সাহস এমন কি আগুনের মধ্যেও সন্তোষজনকভাবে দায়িত্ব পালন করেছে।

তারা যেভাবে বিবেকবান হয়ে কাজ করেছে তাতে আমার চোখ খুলে দেখিয়ে দিল যে, কাজ করার জন্য যদি দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং তাদের যদি বিশ্বাস করা যায় তাহলে বয়স্ক মানুষের মত তাদের ওপর নির্ভর করা যাবে।

এটা আমার জন্য ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

এসব বিক্ষিপ্ত ঘটনার পর ফল হিসেবে ১৯০৪ সালে সামরিক বাহিনীর স্কাউটদের ধারায় বালকদের প্রশিক্ষণের জন্য ধ্যানধারণায় রূপরেখা তৈরি করে ফেললাম।

১৯০৫ সালে গ্লাসগোতে 'বয় ব্রিগেড' দল পরিদর্শনের জন্য আমি স্যার ইউলিয়াম স্মিথের আমন্ত্রণ পেলাম। তাঁরা তখন তাঁদের ব্রিগেডের একুশতম জন্মবার্ষিকী পালন করেছিলেন।

যখন আমি ছয় হাজার বালকের এই চমৎকার সমাবেশটি দেখলাম এবং এর ব্যাপক সম্প্রসারণের কথা শুনলাম তখন বালকদের আর একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর আমার চোখ পড়ল। তারা হাজার

হাজার সংখ্যায় নিজের থেকে প্রশিক্ষণের জন্য আসবে সেখানে তাদের জন্য প্রশিক্ষণের আকর্ষণ থাকতে হবে।

এসব বালকের প্রশিক্ষণের জন্য শত শত বয়স্ক লোক তাঁদের সময় ও সামর্থ্য দান করতে ইচ্ছুক ছিলেন।

এসব অগ্রগতির ব্যাপারে আগে কিছু ধারণা করা যায় নি।

স্যার উইলিয়াম জানালেন তাঁর ব্রিগেডে কমপক্ষে চুয়ান্ন হাজার বালক রয়েছে। তাঁর কাজের এহেন চমকপ্রদ ফলাফলের জন্য আমি তাঁকে অভিনন্দন জানালাম। একটি দ্বিতীয় চিন্তা আমার মনে এল। আমি সেটা না বলে পারলাম না। দেশে যে পরিমাণ বালক আছে বিশ বছর সময়ে তা দশ গুণ হবে। তাদের যদি এই কর্মসূচির আওতার আনতে হয় তাহলে তা যথেষ্ট বৈচিত্র্যেপূর্ণ ও আকর্ষণীয় হতে হবে।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন কি করে এর আকর্ষণ বাড়াতে পারি। আমি তাঁকে জানালাম স্কাউটিং কিভাবে অশ্বারোহী বাহিনীর তরুণদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সে ধরনের কিছু এই তরুণ বালকদের কাছে সমান আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। এর লক্ষ্য খুব সহজেই যুদ্ধ থেকে শান্তির দিকে ফেরানো যাবে। কারণ এর ভিত্তি হল চরিত্র, স্বাস্থ্য ও পৌরুষের বিকাশ ঘটানো। এসব গুণ নাগরিকের জন্য যেমন দরকার সৈন্যদেরও দরকার। তিনি সহৃদয়তার সঙ্গে আমার চিন্তাধারার সঙ্গে একমত হলেন এবং পরামর্শ দিলেন আমি যেন এইডস টু স্কাউটিংয়ের আদলে বালকদের জন্য একটি বই লিখি।

তাই অশ্বারোহী বাহিনীর আই জি-র কাজের ফাঁকে ফাঁকে অবসর বের করে চিন্তাগুলো রূপ দিতে বসে গেলাম। আমার হাতের যে কাজগুলোর জন্য আমি অখ্যাতি লাভ করতে যাচ্ছিলাম সেগুলো এসব ভালভাবে কাজে লাগানোর সুযোগ পেলাম।

সুযোগ বা ভাগ্য বা আমাকে যেভাবেই দেখা হোক না কেন, আমি ঠিক সে সময়ে স্যার আর্থার পিয়ারসনের সঙ্গে অবসথান করেছিলাম। খোনে আমি আবিষ্কার করলাম দুর্দশাগ্রস্ত শিশু ও যুবসমাজের জন্য তাঁর হৃদয়ের গোপন দয়ার্দ্রতা ও সহানুভূতি। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিজের দেশের প্রতি নিবেদিত দেশপ্রেম।

এই মানুষটিকেই আমি খুঁজছিলাম। আমি নির্ভর করে তাঁকে বালকদের নতুন প্রশিক্ষণের কথা বললাম। তিনি তখনই আমাকে তাঁর সবটুকু ব্যক্তিগত উৎসাহ দান করলেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত কর্মচারীদের সাহায্য নিতে বললেন। তাঁর কাছ থেকে আমি এমন একজন লোক পেলাম যিনি সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমার ডান হাত হয়ে রইলেন। তিনি স্যার পার্সি এভারেট।

প্রস্তাবিত বইটি প্রকাশের আগে এই কর্মসূচি পরীক্ষার জন্য একটি ক্যাম্প করে সমস্ত পরিকল্পাটি যাচাই করে নিলাম।

মিসেস ভ্যান রালটি এ কাজের জন্য পুল হারবারে তাঁর ব্রাউনসি দ্বীপ ব্যবহারের আমন্ত্রণ জানালেন। আমি তখন ক্যাম্প করার জন্য জায়গা খুঁজছিলাম যা বহিরাগত, সাংবাদিক বা অনভিপ্রেত মানুষ থেকে দূরে থাকবে এবং অন্য কারও নাক গলানো ছাড়া তার পরীক্ষা চালিয়ে যেতে পারবে।

আমি সেখানে সব শ্রেণীর সব ধরনের বালকদের একত্রে মিশিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলাম।

আমার আশা পূরণ হল। আমি 'স্কাউটিং ফর বয়েজ' বইটি প্রকাশ করলাম।

কোনো প্রকল্প প্রণয়নের সময়– সে ভাষণ, বই বা আন্দোলন-যা-ই হোক না কেন তার জন্য দরকার–

১. সামনে একটি স্পষ্ট উদ্দেশ্য থাকতে হবে।
২. বালকদের জন্য আন্দোলনে তারপর দরকার তাদের কাছে তা আকর্ষণীয় করে তোলা।
৩. তারপর তাদের নিদের্শনার জন্য থাকবে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা।
৪. তারপর সুযোগ্য নেতার অধীনে গঠিত হবে উপযুক্ত সংগঠন।

উদ্দেশ্য: আমাদের উদ্দেশ্য ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মান উন্নয়ন করা– বিশেষত চরিত্র ও স্বাস্থ্যের ব্যাপারে। আমাদের জাতীয় চরিত্রের দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে ভাবতে হবে এবং সমান গুণাবলি দিয়ে তা দূর করার উদ্যোগ নিতে হবে। বিদ্যালয়ের সাধারণ পাঠ্যসূচি তা দিতে পারে না। বহিরাঙ্গণ কার্যকলাপ, হাতের কাজ এবং অপরের জন্য সেবা আমাদের পরিকল্পনায় আসে।

আকর্ষণ: সমগ্র পরিকল্পনাটি একটি শিক্ষামূলক ব্যবস্থার আদর্শে তৈরি করা হবে। সেটা একটা বিনোদনমূলক ব্যবস্থা হবে যেখানে বালক নিজে শিক্ষা লাভ করবে। তাকে কি বলে নাম দেওয়া যায়? নামের মধ্যেও অনেক কিছু আছে।

একে যদি বলা হয় 'নৈতিক গুণাবলি বিকাশ সমিতি', তাহলে বালকেরা তার দিকে ছুটে আসবে না। যদি বলা হয় স্কাউটিং এবং তাকে যদি প্রাথমিক স্কাউট হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়, তখন তার ভেতরের দলীয় চেতনাবোধ তাকে 'দলের' এবং 'উপদলের' সদস্য করে তুলবে। তাকে পরার জন্য একটি পোশাক দেওয়া যায়। থাকবে কয়েকটি ব্যাজ– সেগুলো স্কাউটিংয়ে পারদর্শিতার জন্য অর্জিত হবে। তাকে তখন পেয়ে গেলাম।

স্কাউটক্রাফট উপকরণ

'স্কাউট' কথাটির মাধ্যমে যে কেউ বীরত্বের সেই চেতনা অনুভব করতে পারবে যা আছে বনবাসী, অনুসন্ধানকারী, শিকারি, বৈমানিক, অভিযাত্রী এবং সীমান্তরক্ষী প্রভৃতিতে।

বনবাসী মানুষের আনন্দ শহরবাসী বালকের হাতের মুঠোয় আনা যায়– আত্মগোপন, চিহ্ন অনুসরণ, শিবিরবাস, পথঅনুসন্ধান, শিবিরে রান্না, গাছকাটা ও অন্যান্য বহিরাঙ্গণের কাজকর্মের মাধ্যমে।

এসবের অনুশীলন করা হলে স্কাউটিংয়ের প্রতি আকর্ষণ বাড়বে। সেই সঙ্গে উন্নতি ঘটবে তাদের স্বাস্থ্য, সামর্থ্য বুদ্ধিমত্তা, দক্ষতা ও শক্তির।

■ চলবে...

■ অনুবাদক: মরহুম অধ্যাপক মাহবুবুল আলম
প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস

ফিরে দেখা দিনগুলো...

২০১৬ সালের কয়েকদিন
দিনাজপুর অঞ্চলের মাল্টিপার্পাস ওর্য়াকশপ হচ্ছে দিনাজপুর দশমাইলে আঞ্চলিক ট্রেনিং সেন্টারে। ২য় তলার একাটি কক্ষে আমি আর সামিউল দুই বিছানায় দুইজন বসে গল্প করছি,এক সময় সামিউল বলল, ঢাকা থেকে হেড কোয়াটারের প্রতিনিধি হিসাবে আসছে "এমরান। এমরান আমার ছোট ভাইর মত। সে খুব ভাল ছেলে! আমি খুবই খুশি।

এমরানের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় মৌচাকে! সম্ভবত ৭২ কি ৭৩ সালে! এমরান বেসিক করছে মৌচাকে! আমি মৌচাক গেছি একটি কোর্সের স্টাফ হিসাবে কোর্স লিডার আজিজ ভাই! বেলাল, মোফাখ্খর এবং সামিউল ভাই স্টাফ! বিকাল বেলা ট্রেনিরা বনকলা থেকে ফিরে এসে তাদের সংগ্রহ করা জিনিস গুলির বর্ণনা দিচ্ছে। আমরা শুনছি! একজন ইয়াং ছেলে তার আনা জিনিস গুলির বর্ণনা দিচ্ছে-তার বর্ণনা এবং বলার কায়দা আমাকে খুব ভাল লাগল! আমি বেলাল ভাইকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম ঢ়াকার ছেলে নাম এমরান! এরপর বহুবার তার সঙ্গে কাজ করেছি! সে আমাকে ভিষন ভাবে শ্রদ্ধা করে!

বিকালে এমরান আসলো আমাদের সালাম করে বিছানায় বসল! অনেক গল্প হল! তারপর চলে গেল তার থাকার জায়গায়! পরদিন দুপুরের খাওয়া দাওয়া শেষে আমার বিছানায় বসে এমরান চুপকরে আমাকে বলল "ইউনুস ভাই আমার কি কান্তজীর মন্দির দেখা হবে না?" তাইতো এমরান এতদূরে থেকে এসে কান্তজীর মন্দিরের এত নিকটে এসেও কান্তজীর মন্দির দেখতে পারবে না- এটা কি হয়! আমি কথাটি বিনয়কে বললাম! বিনয় ওর্য়াকশপের কোয়াটার মাষ্টার, আমার ছাত্র। আমার তৈরী এ.এল.টি বড় ভাল ছেলে। সত্যিই বেলা তিনটার দিকে একটা অটো এলো বিনয় আমাদের অটোতে তুলে দিল। যাত্রী আমি, সামিউল, এমরান আর তার সঙ্গে আসা ছেলেটা। আমাদের নিয়ে গাড়ী চলতে লাগল। দশমাইল (একটা জায়গার নাম) পার হয়েছি মাত্র, আর গাড়ী চলেনা। একটু থামে আর একটু যায়। কি ব্যাপার? জিজ্ঞাসা করলাম ড্রাইভারকে। উত্তর দিল "স্যার ব্যাটারীর চার্জ নাই"। আমি বললাম "আমাদের নামিয়ে দাও"। "আমার ভাইয়ের গাড়ী আসছে" উত্তরে বলল ড্রাইভার।

চলি না চলি করে গাড়ী এসে থামলো নদীর পারের মোরে। তারপর একটা গাড়ী এসে দাঁড়াল আমাদের গাড়ীর সামনে ড্রাইভার আমাদের ঐ গাড়ীতে উঠিয়ে দিল। গাড়ী চলতে লাগল। গাড়ী চললো ঢেপা নদীর উপর দেওয়া নতুন পুলের উপর। দেখলাম কি সুন্দর দৃশ্য। মনে পড়ে গেল খয়বর ভাইয়ের কথা ইকবাল হাইস্কুলের একটি কাব বেসিক ক্যাম্প থেকে তিনি আমাকে নিয়ে এসেছিলেন মন্দির দেখাতে। তখন এত সুন্দর পুলও ছিলনা রাস্তা ঘাটও এত সুন্দর ছিলনা! এই নদীর উপর ছিল একটা বাঁশের চাটাইর পুল। পুল পার হলে নিত দু আনা পয়সা। ওপারে নদী থেকে উপরে উঠলে চারিদিকে সুধু ঝোপঝার

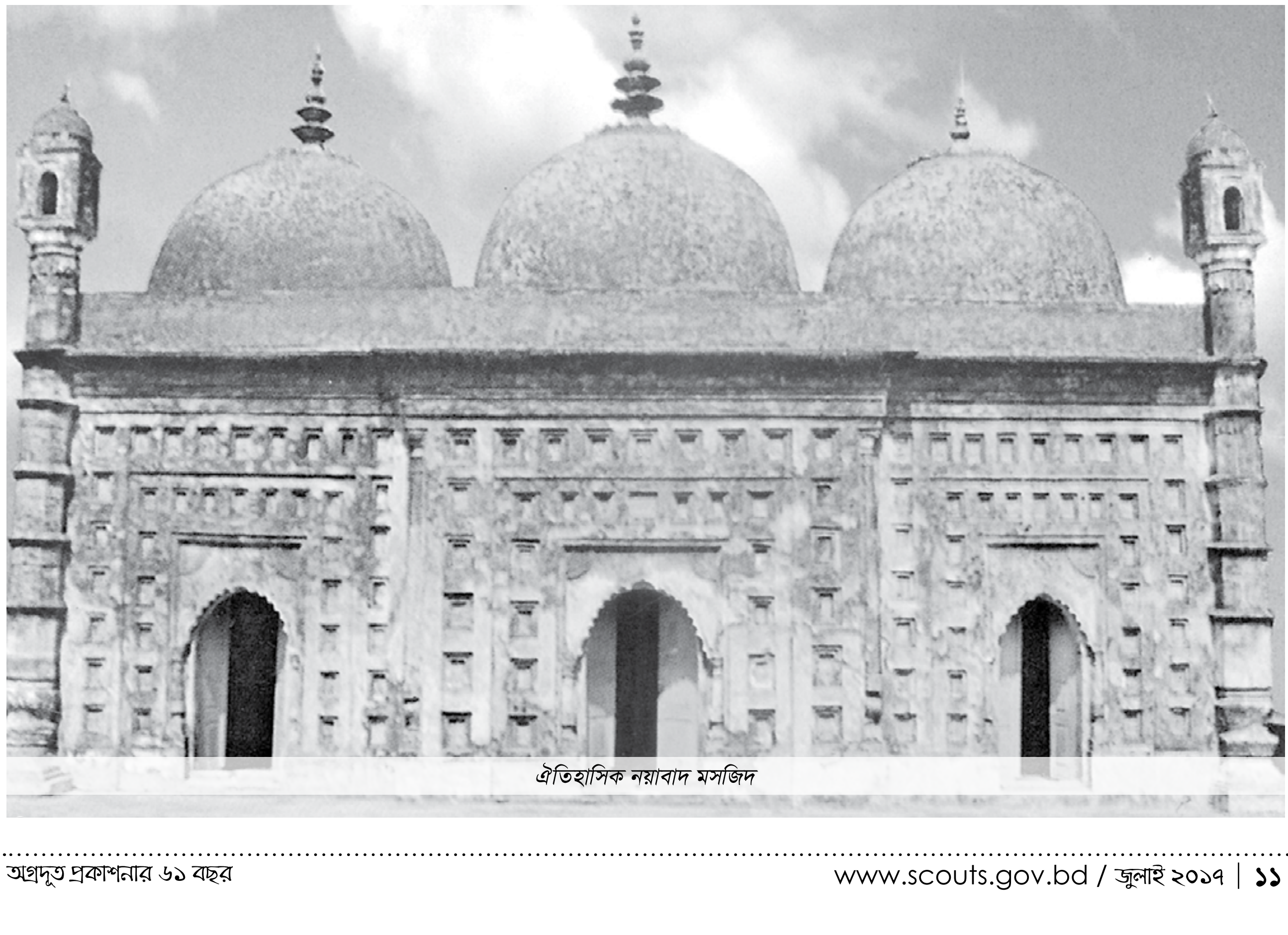

ঐতিহাসিক নয়াবাদ মসজিদ

ফিরে দেখা দিনগুলো...

আর জঙ্গল। সামনে মন্দিরের প্রাচির। দুর থেকে বুঝার উপায় ছিলনা যে ভিতরে আছে বিরাট মন্দির। উচু টিবির উপরে মন্দির আর তিনদিকে ঢেপা নদী। প্রাচীরের কাছে গিয়েও বুঝার উপায় নেই যে, এর ভিতরে একটা ইতিহাস রয়েছে। অল্পক্ষনের মধ্যেই আমরা মন্দিরের গেটে নামলাম। গাড়ীথেকে নেমে অবাক হলাম , কি দেখেছিলাম আর কি দেখছি। চারিদিকে ঝকঝকে তকতকে সামনে লাইন করা পাকা-দোকান। পাকা-চত্তর রাস্তার দক্ষিনে হচ্ছে সরকারী মটেল। মন্দির গেটের দিকে যাচ্ছি চলতে চলতে ইমরান বলল, 'আমরা কেবল যাচ্ছি ইতিহাস দেখতে, টেরাকোটা শিল্পের নিদের্শন দেখতে'। ভিতরে ঢুকেই অবাক। মাঝখানে মন্দির আর চারিদিকে রয়েছে পুজারী আর ভক্তদের থাকার ঘর আর পাচকদের থাকার ঘর।

বর্গাকৃতি মন্দিরের উচ্চতা-৫০ ফুটের ও বেশি। এ জমকালো পিরামিড আকৃতির মন্দিরটি তিন ধাপে উপরে উঠেগেছে। তিন ধাপের কোনগুলির উপরে নয়টি অলংকৃত রথ দাড়িয়ে আছে। মন্দিরটির চারিদিকে খোলা-খিলান পথ রয়েছে। যাতে যে কোনো দিকথেকে পূজারীরা ভেতরের পবিত্র স্থানে রাখা দেব মূর্তিকে দেখতে পায়।

পোড়ামাটির অলংকরনে নির্মিত মন্দিরটি ভিত্ত থেকে শুরু করে চূড়া পর্যন্ত ভেতরে ও বাইরে দেওয়ালের প্রতিটি ইঞ্চিতে তিনটি পৌরানিক কাহিনীর অনুসরনে মনুষ্য মূতিও রামায়ন এর বিস্তৃত কাহিনী- এবং অসংখ্য পাত্র পাত্রীর বিন্যাস ঘটেছে এখানে। কৃষ্ণের নানা-কাহিনী সমকালীন সমাজ জীবনের বিভিন্ন ছবি এবং জমিদার অভিজাতদের বিনোদনের চিত্র প্রতিভাত হয়েছে।

পোড়ামাটির এ শিল্পগুলির বিস্ময়কর প্রাচুর্য, মর্তির গড়ন কোমল ভাব সৌন্দর্য্য এত যত্নের সাথে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, বাংলার কোন ম্যুরাল চিত্রের চেয়ে তা অনেক উৎকৃষ্ট। যদি কেউ মন্দির দেয়াল অনুকরনের দৃশ্য যে কোন দিক থেকে গভীর মনোযোগের সাথে দেখেন এবং বিষয় বস্তুকে সমুন্নিত করেন তাহলে এর বিষয় বৈচিত্র দেখে অবাক বিষয়ে অবিভূত হবেন।

মন্দিরটির নির্মাণ কাজ শুরু করেন ১৭২২ সালে মহারাজ প্রাণ নাথ এবং শেষ করেন তার দত্তক পুত্র মহারাজ রামনাথ ১৭৫২ সালে।

কান্তজীর মন্দির

মন্দির চত্তর থেকে বের হয়ে রাস্তায় উঠলাম। মনে পড়লো আমার এক ছাত্র আনোয়ার শহিদ এর কথা। সে গম গবেষনা কেন্দ্রের ডাইরেক্টর ছিল। সে প্রায় বলত মন্দির যারা নির্মাণ করেছে তারা ছিল মুসলমান। তারা যেখানে থাকতো সেখানেই তারা একটি মসজিদ তৈরী করে ওটাও ঐতিহাসিক। আমার কোন দিন দেখা হইনি মসজিদটা। অটোতে উঠলাম। অটোওয়ালা নিয়ে গেলো ঐ ঐতিহাসিক মসজিদে। কান্তজির মন্দির থেকে মসজিদটি দক্ষিণ পশ্চিমে ১ মাইল দূরে পাকা রাস্তা সংগল্ন। রাস্তার দুই ধারে লিচু বাগান। লিচু পেকে লাল হয়ে ঝুলছে। খাওয়ার উপায় নাই। ঢাকার ব্যবসায়িরা আগে কিনে নিয়েছে। প্রতি বাগানে রয়েছে পাহারাদার। মসজিদ গেটে অটো ওয়ালা আমাদের নামিয়ে দিল।

মসজিদের গেটটি সেই যুগের। গেটের উপরের ফলক হতে জানা যায় মসজিদটির ইতিহাস। মসজিদটি ১.১৫ বিঘা জমির উপর নির্মান করা হয়েছে। সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের বাজত্বকালে মসজিদটি নির্মান করা হয়। তখন জমিদার ছিলেন রাজা বৈদ্যনাথ। রাজা বৈদ্যনাথ ছিলেন দিনাজপুর রাজপরিবারের সর্বশেষ বংশধর। আরো জানা যায় যে, ১৮ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কান্তনগর মন্দির তৈরীর কাজে আগত মুসলিম স্থপতি ও কর্মীরা এই মসজিদ তৈরী করেন তাদের নিজ ব্যবহারের জন্য। তারা পশ্চিমের কোন দেশ থেকে এসে এখানে বসবাস শুরু করে। এই পাড়ার নাম মিস্ত্রিপাড়া মসজিদের নাম নয়াবাদ মসজিদ।

মসজিদটির পূর্ব চৌহাদ্দি ঠিক রেখে পূর্বে বিরাট রেষ্ট হাউস নির্মান করা হয়েছে, দক্ষিনে প্রসাবখানা এবং অযুখানা নির্মাণ করা হয়েছে। প্রাচীন কালের নির্মাণ শিল্পীরা আপন মনের মাধুরী দিয়ে টেরাকোটার ফলকে লতাপাতা ফুল তৈরি করতঃ তাদের শৈল্পিক হস্তে মসজিদ গাত্রে সংস্থাপিত করে দিয়েছেন তা শুধু নির্বাক নয়নে অবলোকন করার দৃশ্য যা উদ্বেলিত হৃদয়ে উপলদ্ধির ব্যাপার মাত্র। যদিও ফলকগুলোর অলংকরণ অনেকটাই ধ্বংসপ্রাপ্ত। এটি মুসলমানদের গৌরব, বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ। মসজিদটি আগের তৈরী ভিতরে বাইরে কোথাও প্লাস্টারের চিহ্ন নাই। আমি আর ইমরান আছরের নামায পড়লাম মসজিদের ভিতরে। ভিতরে তিন কাতার হতে পারে প্রতি কাতারে ১০ থেকে ১৫ জন মানুষ দাড়াতে পারে। নামায পড়ে বাইরে বের হয়ে কবর জিয়ারত করলাম। কবরের শায়িত মিস্ত্রিদের খুব কম লোকেই স্মরণ করে। তারপর বাইরে দাড়ান অটোতে উঠলা অটোতেই ইমরামের সঙ্গে কথা হল- তাকে নাকি মসজিদটা খুব ভালো লেগেছে। মাগরিবের নামাযের আগেই পৌঁছলাম অঞ্চলের দপ্তরে।

■ লেখক: মোঃ ইউনুস, এলটি
সহ সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চল

ছবি: মরহুম ডাঃ মির্জা আলী হায়দার

ডাঃ মির্জা আলী হায়দার একজন কীর্তিমান স্কাউটার

(জন্ম: ১৯৫৩ – মৃত্যু: মার্চ ২০১৭)

দেশ-বিদেশের স্কাউট অংগনে দীর্ঘ ৫৭ বৎসর যার দৃপ্ত পদচারনা ছিল তিনি ডাঃ মির্জা আলী হায়দার। তাঁর ডাক নাম ছিল মাহমুদ। তিনি একজন মানবতাবাদী জনসেবক কর্মী, খ্যাতিমান স্কাউট ব্যক্তিত্ব। পেশাগত জীবনে প্রখ্যাত ডেন্টিষ্ট এবং কল্যাণ পুরুষরূপে ডাঃ মির্জার চিন্তা-ভাবনায় প্রতিফলন দেখা যায়। স্কাউটার মির্জা হায়দারের কৈশোর-শৈশব কেটেছে জামালপুর শহরে। তাঁর জন্ম ৮ আগষ্ট, ১৯৫৩। পড়াশুনা করেছেন জামালপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে (বর্তমানে জামালপুর জিলা স্কুল)। উক্ত স্কুল থেকে ১৯৬৮ সালে কলা বিভাগ হতে এস.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর পিতা-মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ছিলেন তৎকালীন জামালপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান। মায়ের নাম আমিনা খাতুন। আশরাফ সাহেবের উদ্যোগে তার সময়ে জামালপুর শহরে বিদ্যুৎ সংযোগ এবং রাস্তা ঘাটের ব্যাপক সংস্কার হয়। পিতার ইচ্ছা ছিল মির্জা আলী হায়দার চিকিৎসক হোক। পিতার স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য হায়দার ভাই জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে এইচ,এস,সিতে ভর্তি হন এবং ১৯৭০ সালে কৃতিত্বের সাথে এইচ,এস,সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৭৭ সালে ডেন্টাল কলেজ থেকে বিডিএস এবং পরবর্তীতে এম.পিএইচ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ইন্টারন্যাশনাল কলেজ অব ডেনটিষ্ট্রি'র (FICD) ফেলো ছিলেন। তিনি প্রখ্যাত ডেন্টিষ্ট ডাঃ এফ, জামানের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় হাতে কলমে ডেন্ট্রিষ্টি'র শিক্ষা গ্রহণ করেন।

জামালপুর সরকারী স্কুল ঘিরে হায়দার ভাইয়ের অজস্র স্মৃতি আমার মনকে নাড়া দেয়। স্কুলের পিকনিক, স্কাউটিং, সাহিত্য-সংস্কৃতি, খেলাধূলা, নাটক সকলক্ষেত্রে ছিল তাঁর উৎসাহ এবং কার্যকর অংশগ্রহণ। জামালপুর পাবলিক লাইব্রেরীতে একটা নাটকে তাকে অংশ নিতে দেখেছি। ডাঃ মির্জা আলী হায়দারের আরেক ভাই মির্জা হোসেইন হায়দার, সুপ্রীম কোর্ট অব বাংলাদেশ, আপীল বিভাগের বিচারপতি। আমি ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোল, পাবলিক এডমিনিষ্ট্রেশন এবং আইন (অনার্স) বিভাগে পড়ার সুযোগ পাই। আর তখনই ডাঃ মির্জা আলী হায়দার এবং বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দারের অনুপ্রেণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে অনার্স কোর্সে ভর্তি হয়ে ১৯৭৭ সালে এল.এল.বি (অনার্স) এবং ১৯৭৮ সালে এল.এল.এম ডিগ্রী অর্জন করি। এ সময় মির্জা আলী হায়দারের সাথে প্রায়ই দেখা হতো শহীদ মিনারে, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ এবং টি.এস.সি চত্তরে।

পিতারযোগ্য সন্তান হিসেবে ডাঃ মির্জার ছিল অদম্য কর্মস্পৃহা। তাঁর পিতা মির্জা আশরাফ উদ্দিন ১৯৩০ সালে তৎকালীন বৃটিশ সরকারের অধীনে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। কিন্তু বৃটিশ সরকারের বে-আইনী কার্যকলাপে এবং বাংগালীদের উপর অত্যাচার নির্যাতনের প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি এক পর্যায়ে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট পদ থেকে সরে আসেন এবং বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। পিতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ডাঃ মির্জা কখনও ন্যায়সংগত কথা বলতে পিছপা হননি। তিনি যে কোন বিষয় সরাসরি আলোচনা করতে পছন্দ করতেন। কারও সাথে তাঁর স্বার্থের দ্বন্দ দেখিনি। ডাঃ মির্জা ছিলেন ভীষণ আলাপ প্রিয়। আবার সত্য প্রকাশে ছিলেন দৃঢ়। যে কোন জটিল বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত দিতেন। কখনো ভাবাবেগ দ্বারা তাড়িত হতেন না। তিনি বলতেন বিবেক দ্বারা পরিচালিত হওয়া যাবে না। বাস্তব প্রেক্ষাপটকে প্রাধান্য দিতে হবে।

স্কাউটিং এ তাঁর অবদান

১৯৬০ সালে কাব স্কাউটে যোগদানের মধ্যে দিয়ে তাঁর স্কাউট জীবন শুরু। জামালপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত বয়স্কাউট এবং ১৯৭০-১৯৭১ সালে রোভার স্কাউটের সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান হানাদার বাহিনী বাঙালী জাতির উপর নির্যাতন আর পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞ শুরু করলে শুরু হয় মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ। আর তখনই ডাঃ মির্জা আলী হায়দার এর নেতৃত্বে জামালপুরের কতিপয় বীর মুক্তিযোদ্ধা আশেক মাহমুদ কলেজের বিএনসিসি কক্ষে থাকা ডামি রাইফেল নিয়ে যুবকদের প্রশিক্ষণ দেন এবং তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর নেতৃত্বে বীর মুক্তিযোদ্ধারা (যাদের অনেকেরই নাম মনে নেই) কলেজের রসায়ন বিভাগের ল্যাবরেটরী হতে কেমিক্যাল নিয়ে মলোটভ ককটেল বানিয়ে পাক-হানাদার বাহিনীকে জামালপুর শহরে প্রবেশে বাধা দেয়ার প্রস্তুতিগ্রহণ করেছিলেন। ডাঃ মির্জা আলী হায়দার এর সাথে আর যারা ছিলেন তারা হলেন মরহুম মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আমিনুর রহমান খান, জাহিদা শফি মহিলা সরকারী কলেজের সাবেক অধ্যাপক্ষ মোঃ আবু তালেব, রোভার মোঃ আজহারুল ইসলাম (বর্তমানে ইটালী প্রবাসী), মোঃ মাহবুবুল আলম (মামুন), ব্যবসায়ী, জনতা ব্যাংকের সাবেক ডিজিএম সৈয়দ সাইফুল ইসলাম তাজ, রোভার মোঃ জামালউদ্দিন এবং রোভার নোমান ইবনে হাসান (সিদ্দিক)।

ডাঃ মির্জা আলী হায়দারের সাথে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৬৮ সালে যখন আমি ৮ম শ্রেণীর ছাত্র। তিনি সাপ্তাহিক বন্ধে জামালপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে আসতেন এবং স্কাউট ক্লাস নিতেন। প্রিয় আমিনুর ভাই সহ অন্যান্য সহকর্মীরা আমাদেরকে হাতে কলমে স্কাউটিং শিক্ষা দিতেন। দঁড়ির কাজ, পাইওনিয়ারিং, ল্যাশিং, হাইকিং, তাঁবুবাস, সিগনালিং এবং প্রাথমিক প্রতিবিধান সহ স্কাউটিংয়ের সকল বিষয় চমৎকারভাবে শিখাতেন। স্কাউট শিক্ষক ছিলেন জনাব মোঃ মাহফুজুল হক। ডাঃ মির্জা হায়দারকে স্কাউটিং সহ অন্যান্য কার্যক্রমে আর যারা উৎসাহ দিতেন তারা হলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক এ.কে.এম.

ইসমাইল, হুসাইন সহ প্রধান শিক্ষক প্রানেশ চন্দ্র মজুমদার, সিনিয়র শিক্ষক মোঃ হাবিব উল্লাহ, নুর হোসেন এবং অরুন চন্দ্র রায়। ডাঃ হায়দার কর্মজীবনের শুরুতে বাংলাদেশ রেলওয়েতে (১৯৭৮) ডেন্টাল সার্জন হিসেবে যোগদান করেন। ২০০৪ সালে বাংলাদেশ রেলওয়ের চাকুরী ছেড়ে দেন। ডাঃ মির্জা আলী হায়দার এর জীবন ছিল ঘটনাবহুল। বাংলাদেশের স্কাউটিং জগতে সর্বদাই সোচ্চার ছিলেন। ১৯৭২ সালে রোভার অঞ্চল সংগঠন, বাংলাদেশ রেলওয়েতে স্কাউটিং সুসংহতকরণ, বাংলাদেশ স্কাউটস্ এর জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য (১৯৮৫-২০০৩), জাতীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রভৃতিতে ডাঃ মির্জার সবিশেষ অবদান ছিল। তিনি রোভার অঞ্চলের ডি.আর.সি (প্রোগ্রাম), রেলওয়ে অঞ্চলের ডি.আর.সি (প্রশিক্ষণ) এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা জেলার সম্পাদক পদে (১৯৭৯) দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ স্কাউটস্ এর পিএম,ইসি, প্রশিক্ষণ এবং বয়স্ক নেতা (এ.আই.এস) বিভাগে যথেষ্ট দক্ষতার সাথে জাতীয় কমিশনার এর দায়িত্ব পালন করে প্রশংসিত হন। স্কাউটিং এ অসামান্য অবদানের জন্য ডাঃ মির্জা আলী হায়দারকে বাংলাদেশের চীফ স্কাউট এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি ২০০৪ সালে সর্বোচ্চ পুরস্কার (Highest Award) রৌপ্য ব্যাঘ্রপদকে ভূষিত করেন। তিনি একাধারে স্কাউট লিডার বেসিক কোর্স, রোভার লিডার বেসিক কোর্স অর্জনকারী প্রশিক্ষক ছিলেন। তিনি ১৯৯৫ সালে লিডার ট্রেনার নিযুক্ত হন। ১৯৮৫ হতে ২০০৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ স্কাউটস এর বিভিন্ন কমিটিতে সদস্য ছিলেন। ১৯৬৭ সালে করাচিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান ন্যাশনাল জাম্বুরীতে অংশগ্রহণ করেন বয়স্কাউট হিসেবে। মির্জা আলী হায়দার ২০০৫ (গ্রীস) ২০০৫ (তিউনিসিয়া) এবং ২০০৮ (কোরিয়া) সালে অনুষ্ঠিত বিশ্বস্কাউট কনফারেন্স এবং সিংগাপুর (১৯৯৮), হংকং (১৯৯৫) এবং দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এ,পি,আর স্কাউটি কনফারেন্সে অংশ নিয়ে বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধি করেন। তাঁর নেতৃত্বে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ২০তম এবং ২০০৭ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত শতবর্ষ বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী এবং তাইওয়ানে অনুষ্ঠিত (২০০৩) বিশ্ব রোভার মুটে বাংলাদেশ স্কাউটস এর বৃহৎ Contingent অংশ নেয়। তিনি এ.পি. আর ট্রেনিং বিভাগের বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সদস্য ছিলেন। এপিআর ট্রেনিং সিস্টেম Development- এ তার অবদান স্কাউট অংগন মনে রাখবে। গ্রীসের থ্যাসালোনিকি বিশ্ব স্কাউট কনফারেন্সে ইমিগ্রেশন কাউন্টার হতে হাওয়া হয়ে যাওয়া, যাত্রাপথে কথা না বলার জন্য সকল সদস্যকে ১ ডলার করে পুরস্কৃত করা, লন্ডন জাম্বুরীতে ভুল ঔষধ সেবন করে অসুস্থ হয়ে পড়া, মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে লুকিয়ে সকলকে Tension এ রাখা এসবই আমার স্মৃতিকে নাড়া দেয়।

ছাত্র জীবনে নাটক করতে দেখেছি তাকে। দাবা, ক্যারাম ছিল তার প্রিয় খেলা। বিরানী, মোরগ পোলাও, হালিম ছিল তার প্রিয় খাবার। পড়াশুনা এবং স্কাউটিং এর ফাঁকে বন্ধু বান্ধবরা তাকে ''আড্ডাবাজ'' হিসেবে জানতেন। ডাঃ মির্জা আলী হায়দার জীবনের উপার্জিত অর্থের বেশ কিছু অংশ ব্যয় করেছেন সমাজ সেবায়। দরিদ্র অসহায় মানুষের কল্যানে সবসময়ই অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছেন। সুযোগ পেলেই এলাকার পরিচিত বন্ধু বান্ধব, অভাবগ্রস্থ লোকজনকে আর্থিক সহায়তা করতেন। যেখানে সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন মানবতার সেবায়। ডাক্তারী পেশায় নিয়োজিত সকলকে পেশায় প্রবেশ মুহূর্তে (Induction) Code of Medical Ethics মেনে চলার ঘোষণায় দস্তখত করে প্রতিজ্ঞা করতে হয়। উক্ত ঘোষনা জেনেভা Declaration নামে পরিচিত যা বিশ্ব মেডিকেল এসোসিয়েশনের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত (Geneva declaration accepted by the general Assembly of the World Medical Association at London on October, 12, 1949)। উক্ত ঘোষণায় প্রথমেই বলা আছে– I solemnly pledge myself to consecrate my life to the service to humanity. 10. Even under threat, I will not use my medical knowledge contrary to the laws of humanity.

ডাঃ মির্জা আলী হায়দার Code of Medical Ethics মনে প্রাণে বিশ্বাস করে মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। এর অংশ হিসেবে তিনি বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান যেমন-আজীবন সদস্য, বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটি, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি, ইউনাইটেড ন্যাশনস্ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এবং জামালপুর ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। ২০০৩-২০০৪ সালে রোটারী ক্ল্যাব, গ্রেটার ঢাকার সভাপতি এবং Bangladesh Private Dental College Founders Association এর সভাপতি ছিলেন। এ সকল প্রতিষ্ঠানে তিনি আর্থিক অনুদানসহ নানাবিধ সহযোগিতা দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

ডাঃ মির্জা আলী হায়দার একাধারে ছিলেন কীর্তিমান স্কাউট এবং মানবসেবক। তিনি তাঁর কাজের মধ্যে বেঁচে থাকবেন। বাগানের গোলাপকে পরিচর্যা করলে যেমন সেটি সৌরভ ছড়ায়, মানুষকে আকৃষ্ট করে, তেমনি ভাবে ডাঃ মির্জা আলী হায়দার স্কাউটিংকে সেভাবে মেধা-মনন দিয়ে লালন করেছেন, ভালবেসেছেন, সর্বমহলে এর আদর্শকে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ইউনিভার্সিটি অব ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা এর একাডেমিক ডিরেক্টর ছিলেন। তিনি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সংক্রান্ত অধিকার বিষয়ে সোচ্চার ছিলেন। তাঁর সহ-ধর্মিনী ডাঃ হোসনে আরাও এ কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল পদে কাজ করেছেন। তাঁর একমাত্র পুত্র ডাঃ আসিফ হায়দার এরিকসন কোম্পানীর কর্মকর্তা হিসেবে অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে কর্মরত। কন্যা ডাঃ আসফিয়া হায়দার ও একজন ডেন্টাল সার্জন যিনি লন্ডনের কুইনসমেরী বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীরত। নীল আকাশ আর বৃষ্টির কান্না দেখে হায়দার ভাইয়ের কথা মনে পড়বেই। আগে জানলে আরও গভীরভাবে মন ফিরে চাইতাম। যেতে দিতাম না। কিন্তু সেটাতো হবার নয়। একজন দক্ষ সংগঠক, নিরলস কর্মী, মানবসেবক ডাঃ মির্জা আলী হায়দার এর মৃত্যুতে স্কাউটিং ও চিকিৎসা অংগনে (ডেন্টিষ্ট) যে ক্ষতি হয়েছে তা সহসাই পূরণ হবেনা। সাদা মনের মানুষ ডাঃ মির্জার প্রত্যাশা ছিল মানব সেবায় পুরিপূর্ণ সুন্দর একটি বাংলাদেশ। শেষ করার আগে শুধু বলে যাই -

"আমি যদি আর ফিরে নাই আসি
তবু আমার গানের স্বরলিপি লেখা হবে"।

ডাঃ মির্জা আলী হায়দার আর ফিরে আসবেন না, আমরা আগামী দিনের উন্নত সমৃদ্ধময় বাংলাদেশের গানের স্বরলিপি লেখার অপেক্ষায় রইলাম। তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

■ লেখক: এ কে এম ইশতিয়াক হুসাইন
সদস্য, জাতীয় নির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস

WSIS পুরস্কার লাভ

প্রযুক্তি খাতের সম্মানজনক পুরস্কার 'ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি' (WSIS) পুরস্কার। টানা চতুর্থবারের মতো WSIS পুরস্কার লাভ করে বাংলাদেশ। ২০১৭ সালে পাঁচটি উদ্যোগ পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিল। এর মধ্যে চারটি উদ্যোগ ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার লাভ করে। আর এ পুরস্কার এসেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A21 প্রকল্পের হাত ধরে। পুরস্কার পাওয়া চারটি উদ্যোগ হল– মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিমেডিসিন প্রজেক্ট, সোশ্যাল মিডিয়া ইন পাবলিক সার্ভিস ইনেশিয়েটিভ এবং ই-নথি।

WHO'র পুরস্কার লাভ

তামাকমুক্ত বিশ্ব গড়তে দুনিয়াজুড়ে যারা কাজ করে চলেছেন তাদের স্বীকৃতি দিতে বিশ্বব্যাপী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) ছয়টি অঞ্চলে প্রতি বছর কয়েকজন ব্যক্তি অথবা কয়েকটি সংগঠনকে মর্যাদাকর বিশেষ পুরস্কার দিয়ে থাকে বিশ্ব সংস্থাটি। ২০১৭ সালে এ বিশেষ পুরস্কারের ভূষিত হন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ঢাকা-৯ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য এবং ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের (IPU) সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী। তামাক নিয়ন্ত্রণ স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক স্তরে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে সাবের হোসেন চৌধুরীর সক্রিয় এবং নিরলস অবদানের স্বীকৃতি এ পুরস্কার। ২০১৭ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে আরো যারা WHO'র এ পুরস্কারটি লাভ করেন, তারা হলেন– থাইল্যান্ডের ড. সুপ্রেদা আদুলিয়ানন, ভূটানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী থানডিন ওয়াংচুক, শ্রীলংকার জাতীয় তামাক ও অ্যালকোহল নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং মালদ্বীপের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আবদুল্লাহ নাজিম ইব্রাহিম।

কানাডার জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী

২০১৭ সালে মে মাসে কানাডার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোর মধ্যে 'ফার্স্ট এনঅ্যাক্টাস কানাডা ন্যাশনাল এক্সপোজিশন' নামের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীতে কানাডার জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন ব্রিটিশ কলাম্বিয়া বিবশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ঈশিতা আশরাফ ও তার দল। তাদের ছয় সদস্যের প্রকল্পের বিষয় ছিল উদ্ভাবনী শক্তির মাধ্যমে নতুন সক্ষমতা অর্জন এবং উদ্যোক্তা সৃজনের মাধ্যমে টেকসই পৃথিবী গঠনে সহায়তা। ঈশিতা আশরাফ ঢাকার ইংরেজি মাধ্যম স্কুল স্কলাসটিকা থেকে ২০০৯ সালে 'গ্র্যাজুয়েশন' সম্পন্ন করেন। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি কানাডায় গিয়ে ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলাম্বিয়াতে (UBC) লেখাপড়া শুরু করেন।

হালিম আবারো গিনেস বুকে

তৃতীয়বারের মতো গিনেজ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লেখাতে চলেছেন বাংলাদেশি 'ওয়ান্ডারম্যন' আব্দুল হালিম। ৮ জুন ২০১৭ পল্টনের শেখ রাসেল রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্স বল মাথায় নিয়ে সাইকেল চালিয়ে ১৩.৭৪ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে নতুন এ রেকর্ড গড়ার প্রচেষ্টা চালান দু'বারের গিনেজ রেকর্ডধারী হালিম। ১ ঘন্টা ১৯ মিনিটে ৯১ ল্যাপে ১৩.৭৪ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করেন তিনি। এটা নতুন রেকর্ড। ২০১৬ সালে এ রেকর্ডের জন্য হালিম যখন গিনেজ বুক কর্তৃপক্ষের কাছে আবদানর করেন, তখন তারা কমপক্ষে ৫ কিলোমিটার অতিক্রম করার ক্যাটাগরি নির্ধারণ করে দিয়েছিল। এর আগে ২০১১ ও ২০১৬ সালে হালিম দুটি বিশ্বরেকর্ড গড়ে গিনেজ বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে তার নাম লেখান।

বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার চালু

দেশে চালু হয়েছে স্মার্ট বাড়ির প্রযুক্তি স্মার্ট মিটার। ২৫ মে ২০১৭ বিদ্যুৎ ভবনে এ মিটারের উদ্বোধন করা হয়। গ্রাহকদের মধ্যে বিদ্যুৎ বিল বন্টন ও জমা সংক্রান্ত জটিলতা এড়াতে এ স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার অনবদ্য ভূমিকা পালন করবে। ইন্টারনেট সংযোগ ও মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে খুব সহজেই নিয়ন্ত্রণযোগ্য এ স্মার্ট মিটারটি আপনাকে জানিয়ে দেবে প্রতি ঘণ্টায় বিদ্যুতের ব্যবহার, বিল ও ইউনিটিলিটি সংক্রান্ত তথ্য। এছাড়া গ্রাহকেরা অ্যাপ ব্যবহার করে ক্রেডিট, ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করতে পারবেন।

স্মার্ট মিটার থেকে গ্রাহক দুই ধরনের সুবিধা পেয়ে থাকে। যে কোনো গ্রাহক তাৎক্ষণিকভাবে তা দেখতে পায়। বাসার সামনে মিটারে বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ দৃশ্যমান হওয়ায় ভোক্তা তার ব্যবহার নিয়ে সচেতন থাকে। স্মার্ট মিটার বাংলাদেশে এখন চালু হলেও অন্যান্য দেশে আরো আগেই চালু হয়েছে। ১৯৭২ সালে থিওডর পারাসকেভাকস যুক্তরাষ্ট্রের আলবামায় এক ধরনের মনিটরিং সিস্টেম চালু করেন যাতে নিরাপত্তা, আগুন, স্বাস্থ্য সংকেত এবং মিটার পড়ার সক্ষমতা ছিল।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট

২০১৭ সালে ডিসেম্বরে উৎক্ষেপণ করা হবে দেশের প্রথম স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু-১'। আর জুন ২০১৮ থেকে শুরু হবে এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম। ফ্রান্সের 'থালিস এলিনিয়া স্পেস ফ্যাসিলিটি'তে নির্মিত হচ্ছে এ স্যাটেলাইট। 'বঙ্গবন্ধু-১' স্যাটেলাইট পরিচালনার জন্য গঠিত হচ্ছে পৃথক একটি কোম্পানি, যার নাম হবে 'বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন্স লিমিটেড' (BSCL)। এ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পাওয়া যাবে ৪০টি ট্রান্সপন্ডার, যার ২৬টি KU ব্যান্ডের ও ১৪টি C ব্যান্ডের। এসব ট্রান্সপন্ডারের বাকিগুলো বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভাড়া দেওয়া হবে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের গ্রাউন্ড স্টেশন নির্মাণ করা হচ্ছে গাজীপুরের জয়দেবপুরে ও রাঙামাটির বেতবুনিয়ায়।

বাজারে নতুন নোট

৫ টাকা

৬ জুন ২০১৭ সরকার ৫ টাকা মূল্যমানের নতুন কারেন্সি নোট ইস্যু করে। নোটটিতে রয়েছে সিনিয়র অর্থসচিব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুনের স্বাক্ষর। নতুন কারেন্সি নোটের রং, পরিমাপ, জলছাপ, ডিজাইন ও অন্যান্য নিরাপত্তা বর্তমানে প্রচলিত নোটের অনরূপ। নতুন মুদ্রিত কারেন্সি নোটের পাশাপাশি বর্তমানে প্রচলিত পাঁচ টাকা মূল্যমানের কাগুজে নোট এবং ধাতব মুদ্রাও চালু থাকবে।

খুলনা-কলকাতা রুটে ট্রেন

খুলনা-কলকাতা রেলপথের দূরত্ব ১৮০ কিলোমিটার। এ রুটে একসময় নিয়মিত ট্রেন চলাচল করত। ১৯৬৫ সালে ভারত-

● *বাকী অংশ পরের পৃষ্ঠায়* »»

পাকিস্তান যুদ্ধের পর এ রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২-৭৩ সালে রুটটি আবারও চালু হয়। ঐ সময় ভারতে আশ্রয় নেয় শরণার্থীরা দেশে ফেরেন ট্রেনে চড়ে। পরে আর কোনো যাত্রীবাহী ট্রেন এ রুটে চলাচল করেনি।বন্ধ হওয়ার প্রায় ৫২ বছর পর আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হচ্ছে খুলনা-কলকাতা রুটে যাত্রীবাহী ট্রেন যোগাযোগ। ৩ আগস্ট ২০১৭ থেকে দু'দেশের মধ্যে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল করবে। ৮ এপ্রিল ২০১৭ দিল্লিতে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যৌথভাবে ট্রেনটির পরীক্ষামূলক উদ্বোধন করেন।

'প্লাবনের আগে' Before the Flood

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে অস্কারবিজয়ী নির্মাতা ফিশার স্টিভেন্সের পরিচালনায় নির্মিত ও পরিবেশবাদী অভিনেতা লিওনার্দো ডি'ক্যাপ্রিও অভিনীত প্রামাণ্যচিত্র Before the Flood। প্রামাণ্যচিত্রে দীর্ঘ তিন বছর বছরের পরিভ্রমণে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট নানা বিপর্যয়ের বহু তথ্য ও দৃশ্য তুলে আনেন লিওনার্দো ডি'ক্যাপ্রিও। ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে প্রামাণ্যচিত্রটি প্রথম অবমুক্ত করা হয়। এরপর ১৭০টিরও বেশি দেশে তা প্রদর্শিত হয়। ৫ জুন ২০১৭ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে প্রথমবারের মতো বাংলা ভাষায় এটি প্রচার করে বাংলাদেশ দীপ্ত টিভি। বাংলায় এর নাম দেয়া হয় 'প্লাবনের আগে'।

ভারত-চীন-রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশের চুক্তি

১৫ জুন ২০১৭ জাতীয় সংসদে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দেয়া এক তথ্য অনুযায়ী, স্বাধীনতার পর থেকে ভারত, চীন ও রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশের মোট ২৬৩টি চুক্তি, সমঝোতা স্মারক ও প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়। এর মধ্যে চীনের সাথে ১০১টি সমঝোতা ও দ্বিপাক্ষিক চুক্তি; ভারতের সাথে ১৩৪টি চুক্তি, সমঝোতা স্মারক ও প্রটোকল এবং রাশিয়ার সাথে ২৮টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

বাকৃবি'র সাফল্য

খাঁচায় দেশি কৈ মাছ চাষ ও উন্নত পোনা উৎপাদনে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) সাফল্য দেখিয়েছে। এর ফলে সহজে দেশি কৈ মাছের পোনা প্রাপ্তির পথ যেমন সুগম হয়েছে, তেমনি বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করাও সম্ভব হবে সুস্বাদু এ মাছটিকে। এছাড়া এ মাছের জীববৈচিত্র্যও এখন সংরক্ষণ করা যাবে। খাঁচার মাধ্যমে দেশি মা কৈ মাছ উৎপাদন কৌশল দেশে এটিই প্রথম। দেশে আমিষের চাহিদা পূরণ এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ মাছ ভূমিকা রাখবে।

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য 'টকিং বুক'

বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক্সেসেস টু ইনফরমেশন (A2I) প্রকল্পের ন্যাশনাল কনসালটেন্ট এক্সেসিবিলিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা ভাস্কর ভট্টাচার্যের উদ্যোগে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে 'ডেইজি স্ট্যার্ন্ডাড এক্সেসিবল রিডিং মেটারিয়াল' বা 'মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক'। এ টকিং বুক বাস্তবায়ন করছে চট্টগ্রামের উন্নয়ন সংস্থা ইপসা। এর উদ্যোক্তা ভাস্কর ভট্টাচার্য নিজেও একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর করেছেন।

তরুণ বিজ্ঞানীর অনন্য উদ্ভাবন

স্থূলতা, হাইপার কোলেস্টারোলেমিয়া ও ডায়াবেটিস- বিশ্বব্যাপী জটিল রোগগুলোর মধ্যে অন্যতম। এসব রোগ নিয়ে চলছে নিরন্তর গবেষণা। তবে বাংলাদেশের এক তরুণ বিজ্ঞানীর উদ্ভাবন অনুজীববিজ্ঞানীদের গবেষণায় এনে দিয়েছে নতুন মাত্রা। এ জটিল রোগগুলো মেটাবোলিক উপসর্গজনিত। এতদিন ধরে এসব রোগের কারণ জানা ছিল না। দীর্ঘ পাঁচ বছর গবেষণা করে সেই কারণ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন বাংলাদেশি তরুণ বিজ্ঞানী ড. কেবিএম সাইফুল ইসলাম। তিনি জাপানের হোক্কাইডো ইউনিভার্সিটিতে এক শিক্ষার্থীর সঙ্গে এ গবেষণা করেন। ইঁদুরের উপর গবেষণা করে এ বিজ্ঞানী প্রমাণ করেন যে, সাম্প্রতিক সময়ের বহুল আলোচিত বিভিন্ন মেটাবোলিক উপসর্গজনিত রোগসমূহ এবং অন্ত্রস্থ ব্যাকটেরিয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক মূলত একটি শারীরবৃত্তীয় নিঃসরণ (পিত্তরস, যার নিঃসরণ উচ্চমাত্রায় চর্বিযুক্ত খাবারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তার এ মৌলিক আবিষ্কার যুক্তরাষ্ট্রের 'আমেরিকান গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি' জার্নালে প্রকাশ করে। এ বিষয়ে তথ্য উপস্থাপন করে তরুণ এ বিজ্ঞানী পেয়েছেন 'এশিয়ান ইয়ং ল্যাব সায়েন্টিস্ট অ্যাওয়ার্ড'।

সাইফুল ইসলাম মাদারীপুরের আলাউদ্দিন আহমেদ ও সৈয়দা সামসুন্নাহারের একমাত্র পুত্র। তার জন্ম ১৯৭৮ সালে। তিনি বর্তমানে রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন।

রোয়াইলবাড়ি দুর্গ

রোয়াইলবাড়ি দুর্গ– কেউ কেউ তাকে 'কোটবাড়ি দুর্গ'ও বলে থাকেন। নেত্রকোণা জেলার কেন্দুয়া উপজেলা সদর থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে আমতলা ইউনিয়নের বেতাই নদীর তীরে ঐতিহাসিক রোয়াইলবাড়ি দুর্গ অবস্থিত। 'রোয়াইল' শব্দটি এসেছে আরবি 'রেইল' বা 'রালাহ' থেকে, যার অর্থ মানুষ বা ঘোড়ার অগ্রবর্তী দল বা অশ্বারোহী সৈন্যদল। অর্থাৎ, রোয়াইলবাড়ির অর্থ সৈন্যদের ঘর বা বাসস্থান। স্থানীয়রা এ দুর্গটিকে ঈশা খাঁ নির্মিত দুর্গ হিসেবে জানতেন। কিন্তু গবেষণার মাধ্যমে ধারণা করা হচ্ছে, মুঘল আমলে অথবা তারও আগে সুলতানি আমলের শেষ দিকে নির্মিত কোনো সেনানায়কের বাড়ি ছিল এটি। সে হিসেবে এটি প্রায় ৭০০ বছরের পুরনো।

১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর রোয়াইলবাড়ি দুর্গকে সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসেবে নথিভুক্ত করে। সংরক্ষিত ঘোষণার পর ১৯৯১ সালে প্রথম দুর্গটি খনন করা হয়। এরপর ১৯৯৪ সাল নাগাদ তিন দফা খননে উত্তর-দক্ষিণে ৫৩৩.২৩ মিটার দীর্ঘ ও পূর্ব-পশ্চিমে ৩২৭.৫৭ মিটার প্রশস্তবিশিষ্ট দুর্গ এলাকাটি চিহ্নিত করাসহ দুর্গের তিনটি পরিখা, শানবাঁধানো ঘাটসহ দুটি বিশাল আকারের দীঘি, বরুজ ঢিবি, বড় দেউড়ি, বার দুয়ারী মসজিদ, মিহরাব, ইটের দেয়ালবেষ্টিত দুর্গ, বহু কক্ষবিশিষ্ট একাধিক ইমারতের চিহ্ন, কবরস্থান ও নিয়ামত বিবির মাজার।

■ তথ্য সংগ্রহ: অগ্রদূত ডেস্ক

৪৬তম বার্ষিক (ত্রৈবার্ষিক) সাধারণ সভা

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট-কে স্মারক উপহার প্রদান করছেন প্রধান জাতীয় কমিশনার

কাউন্সিল সভার দর্শক সারিতে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় নেতৃবৃন্দ

কাউন্সিল সভার দর্শক সারিতে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় নেতৃবৃন্দ

কাউন্সিল সভার উদ্বোধনী শেষে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় নেতৃবৃন্দ

কাউন্সিল সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বঙ্গভবনের কর্মকর্তাবৃন্দ

কাউন্সিল সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কাউন্সিলরদের একাংশ

কাউন্সিল সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তদের একাংশ

৪৬তম বার্ষিক (ত্রৈবার্ষিক) সাধারণ সভা

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট এর সাথে 'রৌপ্য ব্যাঘ্র' অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত স্কাউটারবৃন্দ

অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন জনাব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন, এনডিসি
সিনিয়র সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়

অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন জনাব সুরাইয়া বেগম, এনডিসি
সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন Anatchai Rattakul
International Commissioner, National Scout Organization of Thailand

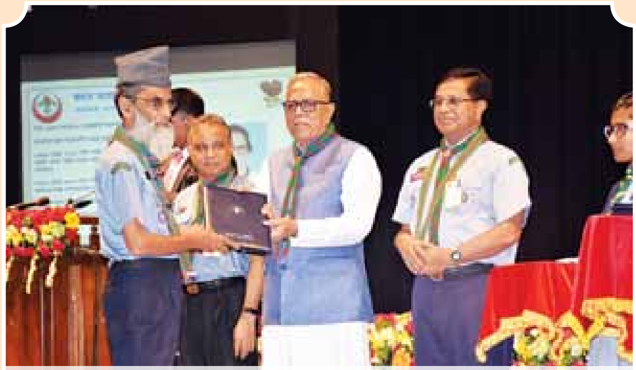

অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন জনাব মীর মনসুর রহমান
কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ স্কাউটস, টাংগাইল জেলা

অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন প্রফেসর আবদুর রহমান
কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল

অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম
জেলা এয়ার স্কাউট লিডার, বাংলাদেশ স্কাউটস, যশোর জেলা এয়ার

৪৬তম বার্ষিক (ত্রৈবার্ষিক) সাধারণ সভা

অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্,
সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন,
সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাবিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন জনাব মো: জিল্লার রহমান
সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন জনাব মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান
সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন রিয়ার এডমিরাল এম মকবুল হোসেন
ওএসপি, বিসিজিএমএস, এনডিইউ, পিএসসি, আঞ্চলিক কমিশনার, নৌ অঞ্চল

অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন জনাব মো: আবদুল হক
জাতীয় কমিশনার (গবেষণা ও মূল্যায়ন), বাংলাদেশ স্কাউটস

অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন প্রকৌশলী দেওয়ান মোহাম্মদ হানজালা
জাতীয় উপ কমিশনার (উন্নয়ন), বাংলাদেশ স্কাউটস

অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন জনাব মো: সাইফুল ইসলাম
সভাপতি, মৌচাক স্কাউট স্কুল অ্যান্ড কলেজ ব্যবস্থাপনা কমিটি

৪৬তম বার্ষিক (ত্রৈবার্ষিক) সাধারণ সভা

অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন জনাব কে এম সাইদুজ্জামান
আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল

অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন এডভোকেট আহসানুল মোজাক্কির
আঞ্চলিক উপ কমিশনার (বিধি ও গ্রোথ), বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল

অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন জনাব মোঃ কুতুবউদ্দিন
আঞ্চলিক উপ কমিশনার (গবেষণা ও মূল্যায়ন), বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল

অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন জনাব ফাতেমা আক্তার খাতুন
ইউনিট লিডার, রফিকুল ইসলাম মুক্ত স্কাউট গ্রুপ, ময়মনসিংহ

অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন জনাব মোঃ আক্তারুজ্জামান
আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস, খুলনা অঞ্চল

অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন জনাব পূর্ণেন্দু শেখর পাল
সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা, নোয়াখালী

অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন জনাব মোঃ জাকির হোসেন
সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম অঞ্চল

অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন খন্দকার খায়রুল আনম
সদস্য, আঞ্চলিক নির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চল

৪৬তম বার্ষিক (ত্রৈবার্ষিক) সাধারণ সভা

অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন প্রফেসর সন্তোষ কুমার চৌধুরী
সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল

অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন প্রফেসর মুহম্মদ এনামুল হক খান
আঞ্চলিক উপ কমিশনার (অ্যাডাল্টস-ইন-স্কাউটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল

অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন জনাব মোঃ শাহ আলম ভূঁইয়া
সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, রেলওয়ে অঞ্চল

অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন জনাব মোহাম্মদ শাহীন রাজু, আঞ্চলিক উপ কমিশনার (কাব স্কাউট ও স্পেশাল ইভেন্টস), বাংলাদেশ স্কাউটস, রেলওয়ে অঞ্চল

দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতি, সহ সভাপতি, প্রধান জাতীয় কমিশনার,
কোষাধ্যক্ষ ও নির্বাহী পরিচালক

সভাপতি ও প্রধান জাতীয় কমিশনার হিসেবে
দ্বিতীয় বার দায়িত্ব পাওয়ায় শুভেচ্ছা জানান হচ্ছে

সভাপতি, প্রধান জাতীয় কমিশনার, কোষাধ্যক্ষ ও
নির্বাহী কমিটির কাউন্সিলর প্রতিনিধিবৃন্দ

পিএস অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত একটি গ্রুপ ফটো

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

হজ ক্যাম্পে রোভার স্কাউটদের সেবা কার্যক্রমের উদ্বোধন করছেন মাননীয় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী

হজ ক্যাম্পে প্রধান জাতীয় কমিশনার, জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

ঈদ পুনর্মিলনীতে সভাপতি, প্রধান জাতীয় কমিশনারসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

ওয়াল্ড স্কাউট ইয়ুথ প্রোগ্রাম পলিসি বইয়ের বঙ্গানুবাদ এর মোড়ক উন্মোচন করছেন সহ সভাপতি, জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

ঈদ পুনর্মিলনীতে অংশগ্রহণকারীদের ফুলের শুভেচ্ছা জানান হচ্ছে

বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রথম কাউন্সিল সভা

দিনাজপুরে প্রথম জাতীয় ইন্টারনেট জাম্বুরীতে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

টংগী রেলওয়ে ষ্টেশনে রোভার স্কাউটদের সেবা

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

ঢাকা অঞ্চলের বার্ষিক কাউন্সিল সভায় প্রধান জাতীয় কমিশনার এর নিকট থেকে স্মারক শুভেচ্ছা গ্রহণ করছেন আঞ্চলিক পরিচালক, ঢাকা অঞ্চল

কক্সবাজারে ঘূর্ণিঝড় "মোরা"য় ক্ষতিগ্রস্থ স্কাউট পরিবারের সদস্যদের মাঝে আর্থিক অনুদান প্রদান করছেন জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন)

ঢাকা অঞ্চলের বার্ষিক কাউন্সিল সভায় কাউন্সিলরদের একাংশ

ঈদে চাঁদপুর লঞ্চঘাটে রোভার স্কাউটদের সেবা

ড্যাফোডিল এয়ার রোভার স্কাউট গ্রুপের স্কাউট ওন ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান

ঢাকা অঞ্চলের ৫৬৮ কাব স্কাউট বেসিক কোর্সের অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকবৃন্দ

সমতট মুক্ত স্কাউট গ্রুপের দীক্ষা অনুষ্ঠান

রংপুরে প্রথম জাতীয় ইন্টারনেট জাম্বুরীতে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলুন

যানবাহনে ওড়না/চাদর সাবধানে রাখি

খোলা যানবাহনে ওড়না/চাদরের ঝুকিপূর্ণ ব্যবহার

মেরুদন্ডে আঘাতজনিত দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলি

খোলা যানবাহনে ওড়না/চাদর ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি

ওড়না পেঁচিয়ে কিভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়?

যে কোন ধরনের খোলা যানবাহন যেমন রিক্সা, মটরসাইকেল, ভ্যান, মোটর চালিত রিক্সা, অটোরিক্সা বা ব্যাটারী চালিত মোটরযানের সাথে ওড়না পেঁচিয়ে যাওয়ার ফলে সাধারনত এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে

প্রতিরোধের উপায়

- খোলা যানবাহনে চলাচলের সময় ওড়না সঠিক নিয়মে যেমন ওড়না পিছনে ঝুলিয়ে না রেখে সামনে কোলের উপর নিয়ে বসুন অথবা পিছনে গিট (বাঁধন) দিন।
- ওড়না পরিহিত অবস্থায় অটোরিক্সা চালকের পাশে এবং চালকের পিছনের আসন পরিহার করুন।
- শিশু এবং অল্প বয়স্কদের (স্কুলগামী শিক্ষার্থী) সঠিক নিয়মে ওড়না ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান।

যানবাহনে ওড়না প্যাচালে কি হয়?

গলায় ওড়না পেঁচিয়ে মেরুদন্ডে আঘাত একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা। এতে আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তির ঘাড়ের হাড় স্থানচ্যুত হয়ে গিয়ে মেরুদন্ডকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এতে আহত ব্যক্তি তার হাত ও পায়ের বোধ শক্তি ও কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং প্যারালাইজড্ হয়ে যায়। এছাড়া মেরুদন্ডে আঘাতের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট শ্বাস কষ্ট, ঘা ইত্যাদির কারণে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে।

ঝুকিপূর্ণ অটোরিক্সা (দুই সিটের মাঝে ফাকা জায়গা)

নিরাপদ অটোরিক্সা (দুই সিটের মাঝে ফাঁকা নাই)

সৌজন্যে : পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্র (সিআরপি)

ভ্রমণ কাহিনী

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছবি আকাঁ

■ **পূর্ব প্রকাশের পর:**
এপর চলে গেলাম জোরা সাঁকো ঠাকুর বাড়িতে। কি স্বপ্ন একজন বাঙালীর থাকা উচিত। রবীঠাকুরের বাড়িতে পদচারনা। এর চেয়ে আর কি চাওয়া পাওয়া থাকতে পারে। রবী ঠাকুরের বাড়ীটি যাদুঘরে পরিনত। ২০ রুপি দিয়ে আমরা ঢুকে পরলাম এক এক করে রবীঠাকুরের জীবন কিভাবে চলতো তা অনুভব শুরু করলাম, মৃণালীনির রান্নার চুলাটি এখনও বিদ্যমান, এমন কি রবীঠাকুর যে ঘরে জন্মেছিল সেখানে লেখা আতুর ঘর। কয়েকটি তাজা রজনীগন্ধার স্টিক মৃদু গন্ধ ছড়াচ্ছে। এ কক্ষটিতে রবীর মা ও বাবার ছবি ঝুলানে রয়েছে। রবী ঠাকুর যে রুমটায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে সেখসেও তাজা রজনীগন্ধা ফুল শোভাপাচ্ছে। সংগীতের মৃদু মুচ্ছনায় বেদনা ভাব চলে আসে হৃদয়ের গহীনে। কত লেখাইনা লিখেছেন। যা একজন মানুষ সারা জীবন পড়েও শেষ করতে পারবে বলে মনে হয়না। বিভিন্ন দেশ থেকে পাওয়া কবির উপহার গুলো শোভা পাচ্ছে বিভিন্ন কক্ষে। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' এ লেখাটি পূর্বদিকের সিঁরিতে লেখা আছে। কত সহজ কথা, কিন্তু কত সুন্দর তার ভাবগাম্ভির্য।

২৭ মে আমরা শান্তি নিকেতনের উদ্দেশ্যে শিয়ালদাহ স্টেশন থেকে 'কাঞ্চন জঙ্ঘা' এক্সপ্রেসে রওনা দেই। এটা অন্য একটি অভিজ্ঞতা।

সত্যি শান্তি এখানে বিরাজমান ভ্যাবসা গরমে যেখানে শান্তির পরশ মেলে। গাছগাছালিতে ঘেরা Peaceful aria এখানে কলা ভবনে ঢুকলেই চারুকলায় পড়া ছেলে মেয়েদের ডিসপ্লে করা কাজ (আট ওয়ার্ক)। বসার জন্য সিমেন্টের তৈরি চৌকষ আকারে সিট যা গাছ কে আশ্রয় করে সেট করা। ভাস্কর্য গুলো এখানে সেখানে পড়ে থাকলেও রাম কিঙ্কর বেইজ এর ভাস্কর্য গুলো যত্ন করে রাখা আছে। যা আর্ট ইতিহাসে পড়েছি আজ তা স্বচক্ষে দেখার অনুভূতিটাই আলাদা। এখানে অবন্দ্রি নাথ ঠাকুরে কক্ষটিতে এখন ১ম বর্ষ ছাত্রদের ফাউন্ডেন ক্লাস হয়। আছে সত্য জিৎ এর ব্যবহার করা রুমটি। ব্ল্যাক হাউজ বাড়তি আনন্দ দেয়। ব্লাক হাউজ আসোলেই কালো, উপড়ের চালাটা শুধু ব্রাউন। মাটির দেয়ালে কালো করে ম্যুরাল করা। প্রাচ্য রীতির ধারায় তৈরি এ ম্যুরাল গুলো নৃত্যরত রমনী ছাড়াও বিভিন্ন ভঙ্গিতে রিলিফ আকারে তৈরি করা হয়েছে। পাশেই দাঁড় করানো ন্যাচারাল পরিবেশে রামকিঙ্গর বেইজ এর স্কাপচার। শান্তিনিকেতনের স্কুলের দিক গেলে দেখা যাবে গাছের ছায়ায় বৃত্তকারে কখনও অশ্বাকৃ তি পায়ের আকারে আসন তৈরি করা, যেখানে বাচ্চারা বসে শিক্ষকের নীতিবাক্য শোনে। এখানে রবীঠাকুরের যাদুঘরটি দেখার সুযোগ করে দেয় আমাদের বাংলাদেশের মুনমুন ও শান্তিনিকেতনে পড়ছে। ও আমাদের শান্তি নিকেতন ঘুরানের পাশা-পাশি বিভিন্ন বিভাগের কাজ দেখার সুযোগ করে দেয়। সত্যি ও আমার অনেক আতিথেওতা দেখিয়েছে। হয়তো আর একটু সময় বেশি থাকতে পারলে আরো কিছু আমাদের সাথে সেয়ার করতে পাড়তো। এখানের রবী ঠাকুরের যাদু ঘরে ছবি আঁকার উপকরণগুলো দেখার সুযোগ হয়েছে। রবী ঠাকুরের ছবিতে লাল ও কালো রঙের প্রাধ্যান্যতা বেশি। তাঁর আঁকা ছবি, লেখা-লেখির কাটাকুটি থেকে সৃষ্টি বিচিত্র ধরণের প্রাণী সবকিছু দেখার সুযোগ হয়েছে। তবে আসল নোবেল প্রাইজটি আর দেখা হল না। কেননা কয়েক বছর আগে এটি চুরি হয়ে গেছে।

কোলকাতা সিটি ট্যুর এর দিন আমরা চলে গেলাম ইডেন গার্ডেন স্টেডিয়ামে। যেখানে বিখ্যাত ক্রিকেটাররা খেলে গেছেন। দাদার (সৌরভ গাঙ্গুলীর) ছক্কায় যে স্টেডিয়াম মুখরিত, ঢুকে গেলাম সেথা

মনভরে মাঠটি দেখলাম এরপর আমরা বেরিয়ে পড়লাম কলকাতার পথে পথে। এক সময় চলে গেলাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে অসাধারণ কিছু ভাস্কর্যর পাশা-পাশি অয়েল পেন্টিংএ কাজ দেখার সুযোগ হয়েছে। 'রাজেন্দ্র দত্ত/দূর্গা প্রসাদ ঘোষ' ১০ ফুট আকারের ছবিটি তেল রঙে করা। রাজা রামমোহন রায় এর ছবি রয়েছে। যামিনি রায় এর ড্যানসিং গার্ল এর মূল কপি।

শিল্পীর চোখ মিথ্যা বলে না এ রকম একটি ছবিতে উত্তর প্রদেশের হরিদ্বার, কাশ্মীর হাউজ ও বিভিন্ন ঘাট চোখে পড়ে। ছবিতে পাহাড়, নদী, নৌকা, নদীর পারে কর্মরত মানুষ ছবিটি এঁকেছে টমাস ডেনিয়েল-১৭১১। এখানে বড় বড় সব তেল রঙের ছবির পাশাপাশি রয়েছে ছোট ছোট অরজিনাল লিটারেচার। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে টমাস ডেনিয়েল এর ছবিই বেশি।

'অরণ্যের ভুদৃশ্যে মৃত বাঘ' ড্যানিয়েল যখন ভারতবর্ষে ছিলেন তখন অনেকবার তিনি বাঘ শিকারে ভারতে গিয়েছিল। ভারতীয় বিষয় বস্তুর ওপর টমাস এই ছবিটি শিল্পীর পরবর্তী কালের শিল্পকর্ম।

■ লেখক: মতুরাম চৌধুরী
চিত্রশিল্পী, বাংলাদেশ স্কাউটস

সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশের সংক্ষিপ্ত খবর

দেশের খবর...

০১.০৬.২০১৭ ॥ বৃহস্পতিবার

– দ্বিতীয় ধাপে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি কার্যকর।

– জাতীয় সংসদে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট পেশ হয়।

– প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে নির্দেশনা জারি করেন ওষুধ প্রশাসন।

০৪.০৬.২০১৭ ॥ রবিবার

– তিন মাসব্যাপী জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা শুরু হয়।

– যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে বাংলাদেশের প্রথম ক্ষুদ্রাকৃতির কৃত্রিম উপগ্রহ বা ন্যানো স্যাটেলাইট ‘ব্র্যাক অন্বেষা’ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করে।

০৫.০৬.২০১৭ ॥ সোমবার

– মন্ত্রিসভার বৈঠকে ‘আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) ‘আইন-২০১৭’ এর খসড়া অনুমোদিত হয়।

০৫.০৬.২০১৭ ॥ সোমবার

– জাতীয় সংসদে কণ্ঠভোটে ‘নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) বিল, ২০১৭’ পাস হয়।

১২.০৬.২০১৭ ॥ সোমবার

– মন্ত্রিসভায় বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন ২০১৭-এর খসড়া নীতিগতভাবে এবং এশিয়া-প্যাসিফিক ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্টের (APTA) দ্বিতীয় সংশোধনীয় প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়।

– রাজশাহীর তানোর উপজেলার ডাঙাপাড়া গ্রামে জঙ্গি আস্তানায় পরিচালিত অভিযান ‘অপারেশন রিবার্থ’ সমাপ্ত হয়।

১৩.০৬.২০১৭ ॥ মঙ্গলবার

– রাঙামাটিসহ পাঁচ পার্বত্য জেলায় পাহাড় ও ভূমিধসে দেড় শতাধিক মানুষের মৃত্যু ঘটে।

২২.০৬.২০১৭ ॥ বৃহস্পতিবার

– পবিত্র শবে কদর পালিত হয়।

২৯.০৬.২০১৭ ॥ বৃহস্পতিবার

– জাতীয় সংসদে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের

বিদেশের খবর...

০১.০৬.২০১৭ ॥ বৃহস্পতিবার

– প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাম প্রত্যাহারের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

– ভারতের তামিলনাড়ুতে দুটি পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে রাশিয়া ও ভারতের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

– জাপানের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে সম্রাট আকিহিতের স্বেচ্ছায় সিংহাসন ছাড়ার বিল সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

– সাইবার সন্ত্রাস ও হ্যাকিং বিরোধী পদক্ষেপ হিসেবে চীনে নতুন সাইবার নিরাপত্তা আইন কার্যকর হয়।

০৩.০৬.২০১৭ ॥ শনিবার

– যুক্তরাজ্যের লন্ডনে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় ৬ জন নিহত হয়।

০৫.০৬.২০১৭ ॥ সোমবার

– NATO’র ২৯তম সদস্যপদ লাভ করে বলকান রাষ্ট্র মন্টিনিগ্রো।

– আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা তৈরি ও সন্ত্রাসবাদ উসকে দেয়ার অভিযোগে কাতারের সাথে সব ধরনের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে সৌদি আরবসহ বেশ কয়েকটি দেশ।

০৭.০৬.২০১৭ ॥ বুধবার

– নেপালের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন শের বাহাদুর দেউবা।

০৮.০৬.২০১৭ ॥ বৃহস্পতিবার

– যুক্তরাজ্যের আগাম সাধারণ নির্বাচনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

১০.০৬.২০১৭ ॥ শনিবার

– পাকিস্তানে প্রথম ব্লাসফেমি আইনে অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের রায় প্রদান করে দেশটির কোনো আদালত।

– লিবিয়ার ক্ষমতাচ্যুত নেতা প্রয়াত প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফির ছেলে সাইফ আল ইসলাম গাদ্দাফি জেল থেকে মুক্ত হন।

১১.০৬.২০১৭ ॥ রবিবার

– স্বাধীনতা ঘোষণার নয় বছর পর অস্থিতিশীল কসোভোতে তৃতীয় পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১২.০৬.২০১৭ ॥ সোমবার

– তাইওয়ানের সাথে দীর্ঘদিনের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে চীনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে পানামা।

১৪.০৬.২০১৭ ॥ বুধবার

– যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনের নর্থ কেনসিংটনে ২৪ তলা গ্রেনফেল টাওয়ার ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বহু লোক হতাহত হয়।

– সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিসুর একটি ব্যস্ত হোটেল ও সংলগ্ন একটি রেস্তোরাঁয় আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ ও বন্দুক হামালায় বহু হতাহত হয়।

১৬.০৬.২০১৭ ॥ শুক্রবার

– সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা’র কিউবা নীতি বাতিল করেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

১৭.০৬.২০১৭ ॥ শনিবার

– ভারতের কেরালায় প্রথম মেট্রোরেলের উদ্বোধন করা হয়।

১৮.০৬.২০১৭ ॥ রবিবার

– ফ্রান্সে ১৫তম পার্লামেন্টারি নির্বাচনের দ্বিতীয় দফা ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

– চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতকে হারিয়ে অষ্টম চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয় পাকিস্তান।

২৫.০৬.২০১৭ ॥ রবিবার

– আলবেনিয়ায় পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

২৬.০৬.২০১৭ ॥ সোমবার

– মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

■ সংকলক: তৌফিকা তাহসিন
রেড এন্ড গ্রীণ ওপেন স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা

ছড়া-কবিতা

তাতারা

কবি শিখর চৌধুরী

ভেঙেছে রে,
ভেঙেছে যে ঘুম
যা করে;
রেখেছিলো আচ্ছন্ন সব মজলুম।

বঙ্গবন্ধু দেখালেন মুক্তির এ সওগাত
বজ্রকণ্ঠের দীপ্ত শপথে শত্রুরা হলো কুপোকাত।
তার ডাকে জাতি হয়েছিলো ঐক্যবদ্ধ
আপামর জনতার কোটি হাত মুষ্টিবদ্ধ।

সব বাঙালি
হয়েছিলো এক দল
তাতে ছিলো না কোন ছল।
ধারণা ছিলো না
শত্রু সেনার শক্তির তল
একেই বলে বাঙালির বল ॥

অসংগতি

মোহাম্মদ মাহবুব খান

সাতটি মহাদেশ আর পাঁচটি মহসাগরের এই পৃথিবীতে রয়েছে নানা অসংগতি,
নানান দেশের নানান জাতির কথা বার্তায় রয়েছে নানা অসংগতি,
কথায় বলে একদেশের বুলি অন্য দেশের গালি,
জাতি, ধর্ম, বর্ণে রয়েছে নানান অসংগতি,
যেদিকে তাকাই সেদিকে দেখি নানা অসংগতি,
আত্মঅহংঙ্কার ভুলে আমরা বানাই সকলকে বন্ধু,
ধনী, গরীব ভেদাভেদ ভুলে আমরা করি স্কাউটিং,
নেই কোন অসংগতি বিশ্ব স্কাউটের পদতলে।

বন্যা খরা, রোয়ানু প্রাকৃতিক দূর্যোগে
রোভার, স্কাউট লিডার থাকে সদা প্রস্তুত
রানা পাজা, তাজিন ফ্যাশনের উদ্ধার কাজে
কাপ্তাই, কক্সবাজার, বান্দরবানের পাহাড় ধসে
রোভাররা কাজ করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে,
রোভার, স্কাউট লিডার সকলে মিলে
প্রয়োজনে রক্ত দান করে মুমূর্ষ রোগীকে

সেবা করে দিবা রাত্রি।
বিপি'র শেষ বাণী রাখিও তুমি স্মরণ
পৃথিবীকে তুমি যেমন পেয়েছে তার থেকে
একটু উন্নত করে রাখার চেষ্টা কর তুমি
তবেই দূর হবে সকল অসংগতি।

খেলাধুলা

আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ইতিহাস (১৯৯৮-২০১৩)

■ পূর্ব প্রকাশের পর:

০৪. সালঃ ২০০৪, আয়োজক : ইংল্যান্ড

১২টি দলের অংশ গ্রহণে ১৫ ম্যাচের আসরটি চলে ১৫ দিন। ফাইনালে স্বাগতিক ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ মুখোমুখি হয়।

মার্কাস ট্রেসকোথিকের ১০৪ এবং এ্যাশলে গাইলসের ৩১ রানের সুবাদে ইংল্যান্ডের সংগ্রহ দাঁড়ায় ২১৭। জবাবে খেলতে নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নিয়মিত উইকেট হারাতে থাকে এবং এক পর্যায়ে ১৪৭ রান তুলতেই ৮ উইকেট হা রিয়ে ফেলে। এমন অবস্থায় দলের ত্রাতা হয়ে দাঁড়ান কোর্টনি ব্রাউন ও ইয়ান ব্র্যাডশ। তাদের অপরাজিত ৭১ রানের জুটিতে সাত বল হাতে রেখেই মাইকলে ভনের নেতৃত্বাধীন ইংলিশদের হারিয়ে প্রথমবার আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির শিরোপা জয় করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

টুর্নামেন্টের শিরোপা জয়টা ক্যারিবিয় ক্রিকেটের জন্য ছিল একান্ত প্রয়োজনীয়। যে ফর্ম নিয়ে তারা টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল তাতে শিরোপার আশা ছিল তাদের জন্য সুদুর পরাহত।

০৫. সালঃ ২০০৬, আয়োজক: ভারত

তাদের ভরপুর ট্রফি কেবিনেটে না থাকা একমাত্র পুরস্কার জয় করে অস্ট্রেলিয়ানরা। গ্রুপ পর্বে দুর্দান্ত পারফরমেন্স করার পর রিকি পন্টিংয়ের নেতৃত্বাধীন দলটি সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করে। ফাইনালে শিরোপাধারী ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৮ উইকেটে হারিয়ে প্রথমবার আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি লাভ করে অস্ট্রেলিয়া। বল হাতে ২ উইকেট শিকারের পাশাপাশি ব্যাট হাতে ৫৭ রান করে ফাইনালে ম্যাচ সেরার পুরস্কার পান শেন ওয়াটসন।

টুর্নামেন্ট ছিল বিতর্কে ঢাকা। নিষিদ্ধ ঘোষিত শক্তি বর্ধক মাদক ব্যবহারের কারণে টুর্নামেন্ট শুরুর আগে পাকিস্তানী ফাস্ট বোলার শোয়েব আখতার ও মোহাম্মদ আসিফকে নিষিদ্ধ করা হয়।

ফাইনাল শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিজয় মঞ্চে তৎকালীন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড প্রধান শারদ পাওয়ারকে ধাক্কা মারার অভিযোগ ওঠে চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া দলের বিপক্ষে। কেউ কেউ চাইছিলেন চ্যাম্পিয়ন দলটির বিপক্ষে ব্যবস্থা নেয়া হোক। তবে পাওয়ারের কাছে অসি অধিনায়ক পন্টিং ক্ষমা চাওয়ায় বিষয়টি সেখানেই শেষ হয়ে যায়।

০৬. সালঃ ২০০৯

আয়োজক : দক্ষিণ আফ্রিকা

এটা ছিল 'নাইস গাইজ' নিউজিল্যান্ডের শিরোপা জয়ে আরেকটা সুযোগ। কিন্তু সেটা হতে দেননি অস্ট্রেলিয়ার শেন ওয়াটসন। প্রায় বছর জুড়েই ব্যাটে খড়া থাকলেও ফাইনালে সেঞ্চুরি করে অস্ট্রেলিয়ার শিরোপা অক্ষুন্ন রাখতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন ওয়াটসন।

মাইকেল ক্লার্ক, ব্র্যাড হাডিন এবং নাথান ব্র্যাকেনের অনুপস্থিতে কাজটি অস্ট্রেলিয়ার জন্য মোটেই সহজ ছিল না। তবে রিকি পন্টিংয়ের অসাধারণ নেতৃত্ব ও মিচেল জনসন, পিটার সিডল এবং টিম পাইন অস্ট্রেলিয়া দলকে চ্যাম্পিয়নের তকমা জুড়ে দেয়। সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী হিসেবে (৫ ম্যাচে ২৮৮) টুর্নামেন্ট শেষ করেন অসি অধিনায়ক। সর্বোচ্চ উইকেট (১১) শিকারী হন দক্ষিণ আফ্রিকার ওয়েন পারনেল। বেতন-ভাতা নিয়ে খেলোয়াড় এবং বোর্ডের দ্বন্দ্ব থাকায় এ টুর্নামেন্টে দ্বিতীয় সারির দল পাঠায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

০৭. সালঃ ২০১৩, আয়োজক : ইংল্যান্ড

অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির দুর্দান্ত ফর্মেও সুবাদে ভারতীয় দল দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির শিরোপা জয় করে। ইংল্যান্ডের কন্ডিশন অধিকতর ব্যাটসম্যান সহায়ক ছিল। তথাপি ভুবনেশ্বর কুমার ও রবীন্দ্র জাদেজা ব্যাটসম্যানদের ভুগিয়েছেন। শিখর ধাওয়ান ও রোহিত শর্মার যুগল পারফরমেন্সে পাঁচ ম্যাচের পাঁচটিতেই জয়ী ভারত।

টুর্নামেন্টে সবচেয়ে বড় মুহূর্তটি আসে বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে বৃষ্টির কারণে ২০ ওভারে নেমে আসা ম্যাচে ধোনি যখন ১৮তম ওভারে ইশান্ত শর্মার হাতে বল তুলে দেন। মুলত ধোনি একটি জুয়া খেলেছেন ইশান্তকে নিয়ে। কেননা এর আগে ওভার প্রতি বেশি রান খরচ করা এ পেসার যখন বল হাতে নেন তখন ক্রিজে ছিলেন ইয়োইন মরগান ও রবি বোপারা। কিন্তু তিনি দুই উইকেট শিকার করলে ম্যাচ ভারতের দিকে হেলে পড়ে। জাদেজা, রবিচন্দ্রন অশ্বিন বাকি কাজটা করে দলকে শিরোপা এনে দেন।

■ অগ্রদূত ক্রীড়া প্রতিবেদক

কম্পিউটার : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা!!

■ পূর্ব প্রকাশের পর:

বুদ্ধিমান প্রোগ্রাম তৈরি করার জন্য প্রধান যে বিষয়টা দরকার তা হচ্ছে Knowledge Representation & Reasoning। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর অনেক গুলো সাব সেট রয়েছে, অর্থাৎ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অনেকগুলো জটিল বিষয়ের সমষ্টি। তার মধ্যে মেশিন লার্নিং অন্যতম। মেশিন লার্নিং এর আরেক সাব সেট হচ্ছে ডিপ লার্নিং। মেশিন লার্নিং হচ্ছে অনেক অনেক ডাটা থেকে একটা সংক্ষিপ্ত কিন্তু অর্থবহুল তথ্য বের করা এবং সে অনুযায়ী পরের ধাপে কি হবে সেটা শুরুতেই নির্ণয় করে ফেলা। যেমন স্পাম ইমেইল বের করার সিস্টেম। ডিপ লার্নিং হচ্ছে মেশিন লার্নিং এর সাবসেট। এর মাধ্যমে সিস্টেম কে অনেক তথ্য একবারে দেয়া হয়, যাতে করে মেশিন সেখান থেকে শিখতে পারে এবং পরবর্তীতে একই রকম পরিস্থিতিতে নিজে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

মেশিন লার্নিং ছাড়া AI এর অন্যান্য বিষয় গুলো হচ্ছে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং, অবজেক্ট রিকগনিশন, প্যাটার্ন রিকগনিশন, রোবটিক্স, ইভোলিউশনারি কম্পিউটেশন যেমন জেনেটিক অ্যালগরিদম, ফাজি সিস্টেম, প্রবাবিলিটি, প্রিডিকশন, Knowledge management সহ অন্যান্য।

স্মার্ট হোম, স্মার্ট কার, ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট, রোবট সহ নানা জায়গায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে আমরা আমাদের জীবনকে সহজ করতে পারি, পারব। বিশেষ করে মেডিক্যাল সাইন্স এবং কৃষি কাজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে পৃথিবী থেকে রোগ এবং দারিদ্র্যতা দূর করা সম্ভব। আমরা যারা দারুণ কিছু শিখতে চাই, তারা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে পড়া লেখা করতে পারি। জ্ঞানের ক্ষুদা আর ক্যারিয়ার দুইটা এক সাথেই মিটবে আশা করি।

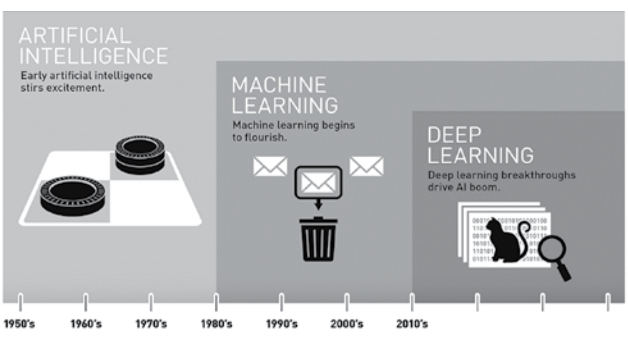

Since an early flush of optimism in the 1950s, smaller subsets of artificial intelligence – first machine learning, then deep learning, a subset of machine learning – have created ever larger disruptions.

সম্প্রতি জানা গেছে গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ভক্সওয়াগন তাদের ২৩ হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করবে, কারণ তাদের বিকল্প রোবট তারা পেয়ে গেছে। আর এই রোবটগুলোকে দেখভাল করার জন্য তারা নতুন নয় হাজার পদ তৈরি করছে। শুধু ভক্সওয়াগন নয়, জিএম এবং ফোর্ড কোম্পানিও একই কাজ করছে।

আগামী কয়েক বছরে এগুলো হয়ে উঠতে পারে পোশাকশিল্পের প্রধান কর্মীবাহিনী। বেতন নিয়ে হাউকাউ নেই, ধর্মঘট নেই, দিনে ২৪ ঘণ্টা, সপ্তাহে ৭ দিন আর বছরে ৩৬৫ দিন কাজ করেও এগুলো হয়রান হবে না। আর সবচেয়ে বড় কথা, রোবটের পোশাকশিল্পকে তখন আর কাজ করতে হবে না কম মজুরির দেশে! চীন, বাংলাদেশ, ভারত, ভিয়েতনামের লাখ লাখ পোশাকশ্রমিকের তখন কোনো কাজ থাকবে না। তাদের সুপারভাইজাররা তখন রোবোটদের দেখাশোনা করবেন। তার মানে হলো সুপারভাইজারদের বড় অংশ হয়ে যাবে তখন কম্পিউটার জানা লোক, কম্পিউটার চালানোতে দক্ষ। গুগল, অ্যাপল, মাইক্রোসফট থেকে শুরু করে বিশ্বের ছোট বড় সব কোম্পানিই নিজেদেরকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর মত করে নতুন করে সাজাচ্ছে। এ থেকেই বুঝা যায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর গুরুত্ব কত খানি। বাংলাদেশে যদিও দু একটা কোম্পানি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কাজ করছে, এক্ষেত্রে দেশি বিনিয়োগ একদমই কম! তাই সময় হয়েছে আমাদের ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কাজ করার। প্রতিটা ইন্ডাস্ট্রির মানুষ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ, সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ইনভেস্টমেন্ট ফার্ম কে এক যোগে কাজ করতে হবে নিজেদের উন্নতির জন্য। দেশের উন্নতির জন্য!

■ তথ্য সংগ্রহ: অলক চক্রবর্তী
সহকারি পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল

মুখমণ্ডলবিহীন মাছ

সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় গভীর সামুদ্রিক অঞ্চলে গবেষকরা মুখমণ্ডলবিহীন এমন একটি মাছের সন্ধান পান, যার দৃশ্যমান কোনো নাক, মুখ কিংবা চোখ নেই। অর্থাৎ, মাছটির চোখ, নাক থাকলেও হঠাৎ দেখা যায় না। মুখ শরীরের আড়ালে। তসমানয়া ও কোরাল সমুদ্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ৪ কিলোমিটার গভীরে এ মাছের বাস। মাছটির দৈর্ঘ্য মাত্র ৫০ সেমি।

অ্যান্টর্কটিকায় 'রক্তপ্রপাতের' রহস্যোন্মোচন

অ্যান্টর্কটিকার রহস্যে ভরা 'ব্লাড ফলস' বা রক্তপ্রপাতের রহস্য উদঘাটন করার দাবি করেছেন বিজ্ঞানীরা। তারা বলেছেন, ঐটা আসলে একটা জলপ্রাত। তবে এ প্রবাহের রঙ কেন রক্তের মতো লাল, সেটা নিয়েই রয়েছে কৌতূহল। তাছাড়া অ্যান্টার্কটিকার হাড় হিম করা ঠাণ্ডার মধ্যেও ঐ জলপ্রপাত জমে না গিয়ে কীভাবে এট তরল থাকে, সেটাও এক রহস্য বটে। এ মহাদেশের ম্যাক মারডো শুষ্ক উপত্যকায় পাঁচতলা সমান উঁচু এ জলপ্রপাতটি ১৯১১ সালে আবিষ্কার করেন অস্ট্রেলিয়ার ভূতত্ত্ববিদ গ্রিফিথ টেলর।

পানির রঙ নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক থাকলেও এ জলপ্রাপাতের উৎস নিয়ে কিন্তু ধোঁয়াশাই থেকে গিয়েছিল। সম্প্রতি ইউনিভার্সটি অব আলাস্কা এবং কলোরডো কলেজের এক দল গবেষক এর উৎসস্থল নিয়ে অনসন্ধান শুরু কনে। গবেষকদের দাবি, এ জলপ্রপাতটির মূল উৎস একটি লবণাক্ত পানির হ্রদ, যেটা ৫০ লাখ বছর ধরে টেলর হিমবাহের নিচে চাপা পড়ে রয়েছে।

বিজ্ঞানীরা পানির রঙ লাল হবার বিষয়ে জানান, লৌহ সমৃদ্ধ হ্রদের পানি ভূপৃষ্ঠের উপরের অক্সিজেনের সংস্পর্শে যখনই আসছে, তখনই সেটা লাল রঙের হয়ে যাচ্ছে।

আছড়ালেও ভাঙবে না ফোন!

অদূর ভবিষ্যতে বাজারে যেসব স্মার্টফোন পাওয়া যাবে, তা পড়লে কখনোই ভাঙবে না। স্মার্টফোন নির্মাণের ব্যবহারযোগ্য নতুন এক উপাদান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে বিজ্ঞানীরা। একে 'জাদুঘরী উপাদান' হিসেবে অভিহিত করেছেন তারা। গবেষণায় সফল বেলফাস্টের কুইন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জানান, 'সি-৬০' নামের উপাদানে আস্তর হিসেবে দিয়েছেন গ্রাফেন এবং এইচবিএন। আর এতেই স্মার্টফোনের জন্য বৈপ্লবিক উপাদান তৈরি সম্ভব হয়েছে।

৩৫০০ কেজির টেলিফোন!

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে বিশ্বের বৃহৎ টেলিফোনের ভিডিও ফুটেজের ক্লিপ গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস থেকে প্রকাশ করা হয়। বিস্ময় জাগানো টেলিফোনটির উচ্চতা ৮ ফুট ১ ইঞ্চি এবং লম্বা ১৯ ফুট ১১ ইঞ্চি। এটার ওজন ৩৫০০ কেজি, যা একটি প্রাপ্তবয়স্ক এশিয়ান নারী হাতির ওজনের (২৭০০ কেজি) চেয়েও অনেক বেশি। ৭.১৪ মিটার লম্বা হ্যান্ডসেটের টেলিফোনটি দিয়ে কল করতে হলে উঁচু ক্রেন বেয়ে উঠতে হবে এর ওপরে। প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও ঠিকঠাক নম্বর প্রেস করলেই দৈত্যকার এ টেলিফোনটি দিয়ে কথা বলা যাবে সব স্থানে। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে এটি অবশ্য বিশ্বের সবচেয়ে বড় টেলিফোনের খেতাব পায় ২০১৩ সালে; কিন্তু টেলিফোনটি জনসমক্ষে আনা হয় এরও অনেক আগে ১৯৮৮ সালে। নেদারল্যান্ডসের কয়েকজন বিজ্ঞানী মিলে এটি তৈরি করেন।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় টেলিফোনটির বিপরীতে ছোট টেলিফোনও তৈরি করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের জন পিওতর ক্রক্রতিউজ ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ টেলিফোনটি তৈরির কাজ শেষ করেন। এর আয়তন ১.৮x০.৩x০.৮ ইঞ্চি।

কৃত্রিম মাতৃগর্ভ

যুক্তরাষ্ট্রে ফিলাডেলফিয়া শিশু হাসপাতালের (সিএইচওপি) ভ্রূণ গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানিরা দাবি করেছেন, সম্প্রতি তারা কৃত্রিম মাতৃগর্ভ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন, যা ব্যবহার করে ভবিষ্যতে বেঁচে যেতে পারে অপরিণত বয়সে জন্ম নেয়া হাজারও সদ্যোজাতের জীবন। আশা করা যাচ্ছে যে, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এ কৃত্রিম গর্ভাশয় মানব শিশুর ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যাবে।

১১২টি দেশের জাতীয় সংগীত গাইতে পারেন যে জন

মালয়েশিয়ার ৩১ বছর বয়সী থিয়ান সি শিয়েন ১১২টি দেশের জাতীয় সংগীত মুখস্থ করেছেন। কেবল মালয় ও ইংরেজী ভাষা জানলেও এতগুলো ভাষার গান তিনি দিব্যি গাইতে পারেন। পেশায় আইনজীবি শিয়েন ২০০২ সালের শখের বসে জাতীয় সংগীত শিখতে শুরু করেন। তারপর একে একে এশিয়া, ইউরোপ এবং দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার প্রায় সব দেশের জাতীয় সংগীত শিখে নেন। শিয়েন দাবি করেন, তিনি প্রায় হুবহু সুরে ১১২টি জাতীয় সংগীত গাইতে পারেন। দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় সংঘীতও তিনি শিখেছেন, যা কি-না পাঁচটি ভিন্ন ভাষায় গাইতে হয়। ড্যানিশ ও অরবি সুর রপ্ত করতে তা বেশ বেগ পেতে হয়েছে। তবে ফরাসি, স্প্যানিশ ও জার্মান কিছুটা সহজ মনে হয়েছে। একমাত্র অ্যান্টর্কটিকা মহাদেশই বাকি আছে, যার কোনো দেশের জাতীয় সংগীত এখনো শেখেননি শিয়েন। আর অ্যান্টার্কটিকা তা কোনো দেশই নেই।

৩৫০০ কেজির টেলিফোন!

স্ক্যান্ডিনেভিয়ান স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান সিন্ট নিয়ে এসেছে বাটনহীন রিমোট কন্ট্রোল। 'ফ্লিপ' নামের এ রিমোট কন্ট্রোল হাতের তালুর মাপের গোলাকার একটি ডিস্ক। এ ডিভাইস ওয়াইফাই সংযোগের মাধ্যমে স্পিকারের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। এর প্রত্যেকটি অপশন বিশেষ গতিভিত্তিক। অর্থাৎ রিমোটটি আপনি কোন দিকে ঘোরাচ্ছেন, তার ওপর ভিত্তি করে এর ফাংশন কাজ করবে। প্রাথমিকভাবে এটির দাম ধরা হয় ৭৯ ডলার।

■ তথ্য সংগ্রহ: সালেহীন সিরাত
শিক্ষার্থী
আই ইউ বি ইউনিভার্সিটি

ঈদ পুনর্মিলনী-২০১৭

২৮ জুন ২০১৭ শামস হল, জাতীয় স্কাউট ভবন, কাকরাইল, ঢাকায় বাংলাদেশ স্কাউটসের আয়োজনে ঈদ পুনর্মিলনী-২০১৭ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি ও এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ও সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, বাংলাদেশ স্কাউটসের কোষাধ্যক্ষ, জাতীয় কমিশনারগণ, বিভিন্ন জাতীয় কমিটির সভাপতিগণ, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ, জাতীয় উপ কমিশনারগণ, বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় সদর দফতর ও অঞ্চলের প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভগণ, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল, রোভার অঞ্চল, রেলওয়ে অঞ্চল, নৌ অঞ্চল, এয়ার অঞ্চল, ঢাকা মেট্রোপলিটন ও ঢাকা জেলা রোভারের কর্মকর্তাগণ ও তাদের পরিবারবর্গ এই পুনর্মিলনীতে অংশগ্রহণ করেন। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ও সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান। তিনি সকলকে স্বাগত জানান।

ছবিতে সর্ব বামে প্রধান জাতীয় কমিশনারের সহধর্মীনি, প্রধান জাতীয় কমিশনার স্কাউটসের সভাপতি ও অন্যান্য স্কাউটারবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে

সহকারী পরিচালক জনাব মতুরাম চৌধুরী, স্কাউটার সপ্না দাস, মিসেস অলক চক্রবর্ত্তী গান পরিবেশন করেন।র‌্যাফেল ড্র পরিচালনা করেন জনাব শর্মিলা দাস। বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান আনন্দদায়ক ও অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে বলে মন্তব্য করেন। বাংলাদেশ স্কাউটসের নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে নৈশ্য ভোজের আমন্ত্রণ জানান এবং অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

■ অগ্রদূত প্রতিবেদন

কক্সবাজারে ঘুর্ণিঝড় "মোরা"য় ক্ষতিগ্রস্ত স্কাউট পরিবারের সদস্যদের মাঝে আর্থিক অনুদান

১১ জুলাই, ২০১৭ সকাল ১১টায় কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে ঘুর্ণিঝড় "মোরা"য় কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ক্ষতিগ্রস্ত স্কাউট পরিবারের সদস্যদের মাঝে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রদান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ শাহ কামাল। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় উপ-কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব জনাব মোঃ মোহসীন এবং কক্সবাজার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোস্তাক আহমেদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কক্সবাজার জেলা প্রশাসক ও বাংলাদেশ স্কাউটস কক্সবাজার জেলার সভাপতি জনাব মোঃ আলী হোসেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর পরিচালক (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, বাংলাদেশ স্কাউটস কক্সবাজার জেলার কমিশনার এডভোকেট ফরিদুল আলম, বাংলাদেশ স্কাউটস কক্সবাজার জেলার সম্পাদক জনাব তপন কুমার শর্মা। অনুষ্ঠানে স্থানীয় গন্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ, সরকারি কর্মকর্তাগণ, বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার উর্ধতন কর্মকর্তাগণ, সকল উপজেলা স্কাউটস সম্পাদক, কমিশনার, উপজেলা স্কাউট লিডার, উপজেলা কাব লিডার, জেলা স্কাউটস এর কর্মকর্তাবৃন্দ, অনুদান প্রাপ্ত স্কাউটদের প্রধান শিক্ষক, অভিভাবক। অনুষ্ঠানে কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন উপজেলার ঘুর্ণিঝড় "মোরা"য় কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫০টি স্কাউট পরিবারের সদস্যদের মাঝে ৪,০০০.০০ টাকা করে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চলের ৩২তম সাধারণ সভা

বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক কাউন্সিলের ৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২২ জুলাই, ২০১৭ নিজাম হল, ঢাকা মেট্রোপলিটন স্কাউট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চলের সভাপতি এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ মাহাবুবুর রহমান। সভায় ৮৩ জন কাউন্সিলর উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চলের ৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার এবং সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চলের পৃষ্ঠপোষক ও বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক সম্পাদক জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ভূঞা। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক কমিশনার জনাব গৌর চন্দ্র মন্ডল, উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা অঞ্চল, এবং কাজী এ বি এম ইমরান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ, পৃষ্ঠপোষক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল ও বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।

১৩ জুলাই, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কাউন্সিলের ৪৬তম বার্ষিক (ত্রৈবার্ষিক) সাধারণ সভায় ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার মহোদয় পুনঃ নির্বাচিত হওয়ায় তাঁকে বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চলের পক্ষ থেকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

২০১৬ সালে বাংলাদেশ স্কাউটসের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড রৌপ্য ব্যাঘ্র ও ২য় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড রৌপ্য ইলিশ প্রাপ্ত বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চলের স্কাউটারগণকে বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চলের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানো হয়। রৌপ্য ব্যাঘ্র- জনাব মীর মনসুর রহমান, এলটি, কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ স্কাউটস, টাংগাইল জেলা; রৌপ্য ইলিশ- মোঃ কুতুব উদ্দিন, এলটি, আঞ্চলিক উপকমিশনার (গবেষণা ও মূল্যায়ন), বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল; অ্যাডভোকেট আহসানুল মোজাক্কির, এলটি, আঞ্চলিক উপকমিশনার (বিধি ও গ্রোথ), বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল; জনাব কে এম সাইদুজ্জামান, এলটি, আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল এবং জনাব ফাতেমা আক্তার খাতুন, এলটি, রফিকুল ইসলাম মুক্ত স্কাউট গ্রুপ, ময়মনসিংহ। অতঃপর বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চলের পক্ষ থেকে অতিথিবৃন্দকে কাউন্সিলের শুভেচ্ছা স্মারক উপহার প্রদান করা হয়। প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্বের বক্তব্য ও ৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস ও সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। সভাপতির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চলের সভাপতি এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ মাহাবুবুর রহমান।

দ্বিতীয় পর্বের শুরুতে বিগত কাউন্সিলের পরে যে সকল স্কাউটার ও তাঁদের আত্মীয়স্বজন ইন্তেকাল করেছেন তাদের স্মরণে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন আঞ্চলিক সম্পাদক জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ভূঞা। মরহুমগণের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করেন, বাংলাদেশ স্কাউটস, টাংগাইল জেলার কোষাধ্যক্ষ আলহাজ্ব মীর মনসুর রহমান, এলটি। অত:পর সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা শেষে সভাপতি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

■ খবর প্রেরক: মোঃ হাবিবুর রহমান
প্রধান সহকারী, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল

নরসিংদীতে কাব বেসিক কোর্স

২১ থেকে ২৫ মে ২০১৭ পলাশ ১নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পলাশ, নরসিংদীতে ৫৬৮তম কাব বেসিক কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। পলাশ উপজেলার থানা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, কয়েকজন প্রধান শিক্ষক এবং বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ছাড়াও অন্যস্থান থেকে আগতসহ মোট ৪১ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। কোর্স লিডার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোঃ শামসুল হক। প্রশিক্ষক ছিলেন জনাব এস এম নজরুল ইসলাম, জনাব আমিনুল ইসলাম, জনাব শাহনাজ বেগম, অনিতা চক্রবর্তী, বাবু তাপস কুমার দে ও জনাব জুনাব আলী। অত্যধিক গরমের মধ্যেও প্রশিক্ষনার্থীদের আগ্রহের কমতি ছিল না বরং প্রানবন্তঅংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। কোর্সটি সফলভাবে বাস্তবয়নের লক্ষ্যে বিশেষ সহযোগিতা করেন জনাব আলো রানী, প্রধান শিক্ষক, পলাশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। কাব অভিযান ও কাব কার্নিভাল এ সকলে বেশ উচ্ছসিত ছিল। ■ খবর প্রেরক: প্রকৌশলি রায়হান রকি

চন্দপাড়া মুক্ত স্কাউট গ্রুপের দীক্ষানুষ্ঠান

“দীক্ষা অনুষ্ঠান স্কাউটিং এর প্রবেশদ্বার” এ অনুষ্ঠানে স্কাউটরা এক পতাকার নিচে দাড়িয়ে আর এক পতাকাকে স্পর্শ করে স্কাউট প্রতিজ্ঞা পাঠ করে স্কাউটিংয়ে যোগদান করে। একজন নবাগত স্কাউট জীবনে প্রবেশ করার প্রথম ধাপই হচ্ছে দীক্ষা। একজন কাব বা স্কাউট তিন মাস সদস্য ও রোভাররা ৬ মাসের সহচর স্তরের সিলেবাস শেষ করে দীক্ষা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্কাউট জীবনে প্রবেশ করে।

এরই ধারাবাহিকতায় ০২ জুন, ২০১৭ ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর উপজেলার ডৌহাখলা ইউনিয়নের সিংজানী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে চন্দপাড়া মুক্ত স্কাউট গ্রুপ ও বর্ণমালা আদর্শ কিন্ডার গার্টেনের ৪২ জন কাব, ০৬ জন স্কাউট ও ০৮ জন রোভারসহ মোট ৫৬ জনকে দীক্ষা গ্রহণ করে। দীক্ষা অনুষ্ঠানে স্কাউট শাখায় দীক্ষা প্রদান করেন চন্দপাড়া মুক্ত স্কাউট গ্রুপের স্কাউট লীডার বাবু নয়ন কুমার দাস,কাব ও রোভার শাখায় দীক্ষা প্রদান করেন চন্দপাড়া মুক্ত স্কাউট গ্রুপের গ্রুপ স্কাউট লীডার বাবু বিদ্যুৎ কুমার নন্দী।

উল্লেখ্য যে চন্দপাড়া মুক্ত স্কাউট গ্রুপটি ১৯৯৯ সলের ১ অক্টোবর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। দলের এ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় অর্জন হচ্ছে, স্কাউট শাখা হতে ৪ জন স্কাউট শাখার সর্ব্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে। কাব শাখা হতে ৩২ জন সর্ব্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে এবং স্কাউট লীডার হিসেবে বিদ্যুৎ কুমার নন্দী ঢাকা বিভাগ হতে ২০০৫ সালে শ্রেষ্ঠ স্কাউট লীডার হিসেবে মনোনীত হয়েছেন।

উক্ত দীক্ষা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আল আমিন অধ্যক্ষ বর্ণমালা আদর্শ কিন্ডার গার্টেন, সহকারী শিক্ষক বর্ণালী ভৌমিক, রুবী আক্তার।

■ খবর প্রেরক: বিদ্যুৎ কুমার নন্দী
গ্রুপ স্কাউট লীডার, চন্দপাড়া মুক্ত স্কাউট গ্রুপ
গৌরীপুর, ময়মনসিংহ

আঞ্চলিক কাউন্সিলের ১ম সাধারণ সভা

১০ জুলাই ২০১৭ ইং আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহে নবগঠিত বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ অঞ্চলের আঞ্চলিক কাউন্সিলের ১ম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে জনাব জি.এম. সালেহ উদ্দিন, বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ, সভাপতি হিসেবে প্রফেসর মোঃ মাহাবুবুর রহমান, চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, বিশেষ অতিথি জনাব মোঃ রেজাউল করিম, জাতীয় উপ কমিশনার (সংগঠন),বাংলাদেশ স্কাউটস, জাতীয় সদর দফতরের প্রতিনিধি জনাব মোঃ আবু মোতালেব খান, যুগ্ম নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা আঞ্চলিক স্কাউটস প্রতিনিধি জনাব এএসএম আব্দুল খালেক, উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ময়মনসিংহ অঞ্চল, ময়মনসিংহ, জনাব জিএনআর আবুল বাশার, কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ভূঞা, আঞ্চলিক সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল, জনাব মোঃ জুলকার নায়ন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, মুক্তাগাছা এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব সত্য রঞ্জন বর্মন, সদস্য সচিব, আহবায়ক কমিটি ও উপ পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ। উক্ত কাউন্সিলে ৩৮ জন কাউন্সিলর এর মধ্যে ৩৬ জন সম্মানিত কাউন্সিল উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জনাব মোঃ শামসুল হক, পরিচালক (সংগঠন), বাংলাদেশ স্কাউটস। কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্কাউটসের ১৩তম অঞ্চল হিসেবে নবগঠিত ময়মনসিংহ অঞ্চলের যাত্রা শুরু হয়। ময়মনসিংহ অঞ্চলের নব নিযুক্ত কর্মকর্তাগণ হলেন ১. জনাব মোহাম্মদ মোহসীন উদ্দিন, সহ-সভাপতি; ২. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/ ময়মনসিংহ ও সহ-সভাপতি; ৩. জনাব ইন্দু ভূষণ দেব, সহ-সভাপতি; ৪. এডভোকেট মোঃ সরওয়ার জাহান, সহ-সভাপতি; ৫. জনাব এনামুল হক, সহ-সভাপতি; ৬. জনাব এ,এস,এম আব্দুল খালেক, আঞ্চলিক কমিশনার, ও উপ পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ময়মনসিংহ অঞ্চল; ৭. জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ; ৮. জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন আকন্দ, সম্পাদক; ৯. জনাব মোহাম্মদ আব্দুছ ছালাম, যুগ্ম সম্পাদক; ১০. লিডার ট্রেনার প্রতিনিধি জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক; ১১. লিডার ট্রেনার প্রতিনিধি জনাব ফাতেমা আক্তার খাতুন, সদর, ময়মনসিংহ; ১২. কাউন্সিলর প্রতিনিধি হিসেবে জনাব মোঃ আবুল হোসেন খান; ১৩. কাউন্সিলর প্রতিনিধি হিসেবে জনাব মোঃ লুৎফুর হায়দার ফকির।

■ খবর প্রেরক: সত্য রঞ্জন বর্মন
উপ পরিচালক
বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ অঞ্চল

রংপুর জেলায় প্রথম জাতীয় ইন্টারনেট জাম্বুরী ২০১৭

'MAKE YOUR FUTURE BRIGHT' প্রতিপাদ্যকে সাথে নিয়ে স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তোলা এবং তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধিসহ আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের কলাকৌশল অর্জনের লক্ষ্যে। বাংলাদেশ স্কাউটস এর ব্যবস্থাপনায় জাতীয় সদর দফতর, কাকরাইল, ঢাকায় বেইস ক্যাম্প হতে জাম্বুরীর কার্যক্রম মনিটরিং এর মাধ্যমে, বাংলাদেশ স্কাউটস ইস্পেশাল ইভেন্টস এর পরিচালনায় সারা দেশের ন্যায় রংপুর জেলার রোভার ও স্কাউট কর্মকর্তা সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রোভার গ্রুপের রোভার স্কাউট, গার্ল-ইন-রোভার স্কাউট ও স্কাউটসদের অংশগ্রহণে রংপুর জেলায় সফল ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে জাতীয় ইন্টারনেট জাম্বুরী। ৮ জুলাই জাম্বুরীর প্রথম দিন বাংলাদেশ স্কাউটস কতৃক কেন্দ্রীয়ভাবে উদ্বোধনীর পর রংপুর জেলায় শুরু হয় জাম্বুরীর কর্মসূচি। স্টেশন অপারেটর মোঃ রেজওয়ান হোসেন সুমন রোভার স্কাউট এর সহযোগিতায় ৮ জুলাই সকাল ১০টায় রংপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট রোভার গ্রুপ, রংপুর সরকারি কলেজ রোভার গ্রুপ সহ জেলা রোভার এর অন্তর্ভুক্ত ইউনিট সমূহের সদস্যরা এছাড়াও স্কাউট ও রোভার স্কাউটগণ নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বাসা থেকেও স্মার্ট ফোন, ল্যাপটপ ও কম্পিউটারের সাহায্যে ইন্টারনেট জাম্বুরীতে অংশগ্রহণ করেছে এবং ৯ জুলাই রংপুর জেলা স্কাউট অডিটোরিয়ামে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্কাউট সদস্যরা www.bsnij.com লিংকটিতে প্রবেশ করে প্রত্যেকে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে একটি প্রোফাইল তৈরী করে জাম্বুরীতে অংশ নেয়।

৯ জুলাই রংপুর জেলা স্কাউট জাম্বুরী স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন মাহবুব আলম প্রামাণিক, কোষাধ্যক্ষ বাংলাদেশ স্কাউটস,রংপুর জেলা। মোছাঃ আলেয়া খাতুন- সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ স্কাউটস ,রংপুর জেলা। মোঃ সিদ্দিকুর রহমান- নির্বাহী কমিটির সদস্য, বাংলাদেশ স্কাউটস। মোঃ আবু সাঈদ সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস বংপুর জোন সহ রংপুর জেলা স্কাউট এর সংশিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ। পরে নিজ নিজ প্রোফাইলে প্রবেশ করে ৫টি চ্যালেঞ্জ সম্পূর্ণ করতে হয়েছে অংশগ্রহণকারীকে । ১ নং চ্যালেঞ্জে অংশগ্রহণকারী বিশ্ব স্কাউটের ওয়েভ সাইটে একটি স্কাউট আইডি তৈরী করে, আইডির প্রোফাইল নাম অথবা নাম্বার এন্ট্রি ২ নং চ্যালেঞ্জে বাংলাদেশ স্কাউটস এর উপর দেওয়া ৬টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রাদান করতে হয়েছে। ৩নং চ্যালেঞ্জ এ ইন্টারনেট কোডিং, বিটিসিআর ও বিটিসিল এর উপর থাকা ৬টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদান করতে হয়েছে। ৪নং চ্যালেঞ্জে জাম্বুরীতে অংশগ্রহণকারী ১০ থেকে ২০ জনের সাথে মেসেজিং করার মাধ্যমে কমিউনিকেশণ করতে হয়েছে, ৬নং চ্যালেঞ্জে ভবিষ্যত জীবনের লক্ষ্য কি তার জন্য বর্তমানে কি করতেছো এমন তথ্য প্রদান করতে হয়েছে অংশ গ্রহণকারীকে। সবগুলো চ্যালেঞ্জ সফলভাবে সম্পূর্ণ করবার পর অংশ গ্রহণকারীকে ইমেল যোগে বাংলাদেশ স্কাউট কতৃক জাতীয় ইন্টারনেট জাম্বুরীর সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় ।

প্রথমবারের মত ভিন্ন ও নতুন মাত্রার জাতীয় জাম্বুরীতে অংশগ্রহণে মেসেজিং এর মাধ্যমে বাইরের জেলার অপরিচিত স্কাউট বা রোভারদের সাথে কমিউনিকেশন করে বাড়তি আর নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরে সকল অংশগ্রহণকারির আনন্দ মুখর পরিবেশে এবং ইন্টারনেট প্রযুক্তিতে নিজেদের দক্ষকরার প্রত্যাশার সমাপ্তি ঘটে প্রথম জাতীয় জাম্বুরী ২০১৭ এর রংপুর জেলার বিভিন্ন জাম্বুরি স্টেশনের মাধ্যমে।

■ খবর প্রেরক: মোঃ রেজওয়ান হোসেন সুমন
রংপুর

দিনাজপুর ইন্টারনেট জাম্বুরী-২০১৭

বাংলাদেশ স্কাউটস এর পরিচালনায় এবং দিনাজপুর জেলা ও জেলা রোভারের ব্যবস্থাপনায় ৮-৯ জুলাই, ২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত জেলা স্কাউট ভবন, বালুবাড়ী, দিনাজপুর-এ প্রথম ইন্টারনেট জাম্বুরী-২০১৭ অনুষ্ঠিত হয় উক্ত প্রথম ইন্টারনেট জাম্বুরী উদ্বোধন করেন দিনাজপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্ট), জনাব ইখতিয়ার হোসেন। এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান, জেলা স্কাউট-এর সম্পাদক মোঃ মশিউর রহমান, জেলা রোভার-এর সম্পাদক মোঃ জহুরুল হকসহ প্রায় ২০০ জন স্কাউট এবং রোভার অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রোগ্রামটি সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে চলে। উক্ত প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা সনদপত্র অর্জন করেন। স্টেশন অপারেটর হিসেবে সহযোগীতা করেন রোভার মিঠুন রায় ও রোভার মোজাম্মেল হক। উক্ত প্রোগ্রামের সমাপনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা রোভারের কমিশনার জনাব সাইফুদ্দিন আখতার, জেলা স্কাউট এর কমিশনার জনাব মোঃ মহিউদ্দিন, জেলা স্কাউট এর সহকারী কমিশনার মোঃ আকরাম হোসেন, জেলা স্কাউট এর অফিস সহকারী জনাব মোঃ আব্দুস সালাম ও এসআরএম প্রতিনিধি মোঃ মামুনুর রশীদ সহ আরো অনেকে।

■ খবর প্রেরক: মোঃ মামুনুর রশীদ
জেলা সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি

দক্ষিণ সুরমায় ২টি কাব স্কাউট লিডার বেসিক কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস দক্ষিণ সুরমা উপজেলার ব্যবস্থাপনায় ১৬-২০ এপ্রিল ২০১৭ একই সাথে ২টি ১২৫তম ও ১২৬তম কাব স্কাউট লিডার বেসিক কোর্স জালালাবাদ উচ্চ বিদ্যালয় দক্ষিন সুরমায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৫৫ জন শিক্ষক প্রশিক্ষন গ্রহন করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতি মোঃ শহিদুর রব কমিশনারের সভাপতিত্বে সম্পাদক ও সিরাজ উদ্দিন আহমদ একাডেমীর সহকারী প্রধান শিক্ষক মোঃ মকব্বির আলী পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস সিলেট অঞ্চলের সহ সভাপতি মোঃ রমজান আলী বিশেষ অতিথি ছিলেন কোর্স লিডার ডাঃ সিরাজুল ইসলাম, এএলটি মোঃ জিয়াউদ্দিন আহাম্মদ এএলটি, কোষাধ্যক্ষ গোলাম মোস্তফা কামাল, সহ কমিশনার সাইফুল ইসলাম, আঃ মালিক, উপজেলা স্কাউট লিডার আক্তার হোসেন, প্রশিক্ষক মন্ডলী, প্রধান শিক্ষক তজম্মুল ইসলাম, সহকারী প্রঃ শিঃ আঃ আহাদ এদিকে সমাপনী মহাতাঁবু জলসা অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার শাহেদ মোস্তফার সভাপতিত্বে ও সম্পাদক মোঃ মকব্বির আলী পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সিলেটের অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট আবু সাফায়েত মোঃ শাহেদুর ইসলাম, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জালালাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি খালেদুল ইসলাম কোহিনুর, কোর্স লিডার জিয়াউদ্দিন আহাম্মদ সহকারী কমিশনার আঃ মালিক রাজু, সাইফুল ইসলাম রানা, প্রধান শিক্ষক তজম্মল ইসলাম প্রমুখ।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্য বলেন, স্কাউট শৃঙ্খলা শেখায় এর মাধ্যমে দক্ষতা বাড়ে এবং জড়তা দূর করে। দক্ষ মানব সম্পদ তৈরী করতে পারলে সোনার বাংলায় দেশ পরিনত হবে এবং দেশ এগিয়ে যাবে আমি মনে করি। প্রশিক্ষনের কোন বিকল্প নেই। প্রশিক্ষনের মাধ্যমে কোমল মতি শিক্ষার্থীদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। সভাপতি তার বক্তব্য বলেন, দক্ষিন সুরমা উপজেলার স্কাউট কমিটি অত্যন্ত দক্ষ ও কর্মঠ। তাদের মাধ্যমে উপজেলার স্কাউট কার্যক্রম অত্যন্ত সুসংগঠিত ও সুষ্ঠ ভাবে এর উন্নতি হচ্ছে। আমি আশা করি এভাবে কার্যক্রম পরিচালিত হলে উপজেলার স্কাউট কার্যক্রম আরও সমৃদ্ধশালী হবে।

■ খবর প্রেরক: মোঃ মকব্বির আলী
সম্পাদক

সিলেট অঞ্চলের ইফতার মাহফিল

বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চল আয়োজিত মরহুম এএম ইয়াহিয়া মোজাহিদ ও এসএম মোসাদ্দেক স্মরণে দোয়া ও ইফতার মাহফিল সম্পন্ন হয়েছে। গত ১৮ জুন ২০১৭ তারিখে স্কাউট ভবন, সিলেটে দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত দোয়া ও ইফতার মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক কমিশনার মুবিন আহমদ জায়গীর, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রোগ্রাম) ডাঃ মোঃ সিরাজুল ইসলাম, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (গবেঃ ও মূল্যা) ইসমাইল আলী বাচ্চু, আঞ্চলিক সম্পাদক মোঃ মহিউল ইসলাম (মুমিত), আঞ্চলিক পরিচালক উনুচিং মারমা, সহকারী পরিচালক রাসেল আহমদ প্রমুখ।

■ খবর প্রেরক: খন্দকার মোঃ শাহনুর হোসেন
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, সিলেট

স্কাউট ওন ও সনদ বিতরণ

১৫ জুন, ২০১৭ ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এয়ার রোভার স্কাউট গ্রুপের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনায়তন-৭১ এ স্কাউট ওন ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

সাবেক এবং বর্তমান রোভার সদস্যদের অংশগ্রহণে মুখরিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর ডেপুটি ন্যাশনাল কমিশনার (প্রশিক্ষণ) জামিল আহমেদ। ডিআইইউ এয়ার রোভার স্কাউট গ্রুপের সভাপতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. ইউসুফ এম ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি ন্যাশনাল কমিশনার আতিকুজ্জামান রিপন, পরিচালক শামসুল হক। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটস এয়ার অঞ্চলের সাধারন সম্পাদক ফ্লাইট লেঃ শাহ আলম, বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন সহকারি পরিচালক (জনসংযোগ) মোঃ অনোয়ার হাবিব কাজল ও রোভার স্কাউট লিডার ফারহানা রহমান সেতু।

প্রধান অতিথি বক্তব্যে বলেন, স্কাউট আন্দোলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি উন্নত চরিত্র গঠনের মাধ্যমে দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করতে পারে। তিনি স্কাউট আন্দোলনে রোভারদের আরো বেশী সক্রিয় ও অংশীদারীত্ব বাড়ানোর উপর জোর দেন।

সভাপতির বক্তব্যে প্রফেসর ড. ইউসুফ এম ইসলাম বলেন, স্কাউটিং রোভারদের সুশৃংখল জীবন পরিচালনার শিক্ষা নেতৃত্ব গুন বিকাশে সহায়তা করে। স্কাউটিং এর মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করার বিশাল সুযোগ রয়েছে। তিনি রোভারদেরও স্কাউটের মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে পরিপূর্ণ মানবজীবন গড়ে তুলে মানবসেবায় নিবেদিত হওয়ার আহ্বান জানান।

■ খবর প্রেরক: মোঃ নাজমুল হাছান
সিনিয়র রোভার মেট,
ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
এয়ার রোভার স্কাউট গ্রুপ

২য় আঞ্চলিক কমডেকা

বাংলাদেশ স্কাউটসের সমাজ উন্নয়ন বিভাগের পরিচালনায় ও বরিশাল অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় ২২-২৫ মে ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত রূপাতলী জাগুয়া ডিগ্রী কলেজ ও জাগুয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২য় আঞ্চলিক সমাজ উন্নয়ন ক্যাম্প (কমডেকা) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কমডেকায় বরিশাল অঞ্চলের ৪ টি গার্ল ইন স্কাউট দল সহ মোট ৩৪ টি ইউনিট অংশগ্রহণ করে। কমডেকায় ২৩ মে ২০১৭ তারিখের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস বরিশাল অঞ্চলের সহ-সভাপতি ও সচিব, বরিশাল শিক্ষা বোর্ড জনাব ভিপ্লব কুমার ভট্টাচার্য। আরোও উপস্থিত ছিলেন জনাব আব্দুস ছাত্তার এলটি ও সদস্য জাতীয় নির্বাহী কমিটি, আঞ্চলিক কোষাধ্যক্ষ জনাব মোঃ লুৎফর রহমান এএলটি, আঞ্চলিক উপ- কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) জনাব তুষার কান্তি চৌধুরী এলটি, আঞ্চলিক উপ- কমিশনার (প্রশিক্ষণ) জনাব আব্দুস সোবহান এলটি, আঞ্চলিক উপ- কমিশনার (প্রোগ্রাম) জনাব জাকির হোসেন এলটি, আঞ্চলিক উপ- কমিশনার (গবেষণা ও মূল্যায়ন) জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন এএলটি, জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন সহকারী পরিচালক বাংলাদেশ স্কাউটস, বরিশাল অঞ্চল, জনাব দেবশীষ হালদার এএলটি, জনাব প্রণব কুমার মন্ডল এএলটি সহ বরিশাল অঞ্চলের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা স্কাউটসের সম্পাদক সহ স্কাউটসের নেতৃবৃন্দ। ৪ দিন ব্যাপি কমডেকায় মোট ১০টি চ্যালেঞ্জ এ পরিচালিত হয়। কমডেকার ৩য় দিন ২৪ মে ২০১৭ তারিখে সমাজ উন্নয়ন চ্যালেঞ্জে কলশ গ্রাম, ছয় মাইল বরিশালের ১০ জন গরিব পরিবারে স্যানিটেশন, ২০০টি পরিবারে বিভিন্ন প্রজাতীর বীজ, ৩০০টি খাবার স্যালাইন বিতরণসহ ২০০টি গরু ও ছাগলকে টিকা প্রদান করা হয়। স্কাউটেরা রূপাতলী নদীর পারকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে। ২৪ মে ২০১৭ তারিখে মহা তাঁবু জলসা ও সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোঃ শামসুজ্জামান মহাতাঁবু জলসা অনুষ্ঠানের কীর্তনখোল মুক্ত স্কাউট, বরিশালের উপস্থাপনায় বিভাগীয় কমিশনার কীর্তনখোল মুক্ত স্কাউট, বরিশালকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করেন।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন স্কাউটদের উপদল নেতা কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটসের এক্সটেনশন স্কাউটিং বিভাগের পরিচালনায় ও পটুয়াখালী জেলা স্কাউটসের ব্যবস্থাপনায় ২-৫ মে ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত লতিফ মিউনিসিপ্যাল সেমিনারী, পটুয়াখালীতে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন স্কাউটদের উপদল নেতা কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত উপদল নেতা কোর্সে কোর্স লিডারের দ্বায়িত্ব পালন করেন জনাব সুলতান আহম্মেদ এএলটি ও কমিশনার বাংলাদেশ স্কাউটস, পটুয়াখালী জেলা; প্রশিক্ষক হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করেন মোঃ জামাল উদ্দীন, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস পটুয়াখালী জেলা, জনাব সিকদার নজরুল ইসলাম এএলটি, জনাব শাহজালাল সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, পটুয়াখালী জেলা। উপদল নেতা কোর্সে পটুয়াখালী জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে মোট ৪৪ জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন স্কাউট, গার্ল ইন স্কাউট ও স্কাউট অংশগ্রহণ করেন এবং ৮ জন প্রশিক্ষক সহায়তা প্রদান করেন।

মাদ্রাসা ও কিন্ডার গার্টেন এর প্রধানগণের উদ্বুদ্ধকরণ সভা

বাংলাদেশ স্কাউটসের পরিচালনায় ও বরিশাল অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় গত ১৩ জুন ২০১৭ তারিখ আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রূপাতলী বরিশালে মাদ্রাসা ও কিন্ডার গার্টেন এর প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের স্কাউটিং বিষয়ক উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন জনাব আব্দুস ছাত্তার এলটি ও সদস্য জাতীয় নির্বাহী কমিটি, জনাব আব্দুস সোবহান এলটি ও আঞ্চলিক উপ- কমিশনার (প্রশিক্ষণ), জনাব মোঃ মমতাজ আলী এলটি ও অঞ্চলিক পরিচালক ও সম্পাদক বাংলাদশে স্কাউটস, বরিশাল অঞ্চল, জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন সহকারী পরিচালক বাংলাদেশ স্কাউটস পটুয়াখালী। উক্ত উদ্বুদ্ধকরণ সভায় বরিশাল সদর উপজেলার ৩৪ জন মাদ্রাসা ও কিন্ডার গার্টেন এর প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম সাইক্লোন শেল্টার পরিদর্শন

৬ জুন ২০১৭ তারিখ স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম সাইক্লোন শেল্টার তালতলী বরগুনার কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন জনাব মোঃ মমতাজ আলী এলটি, আঞ্চলিক পরিচালক ও সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস বরিশাল অঞ্চল, জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন সহকারী পরিচালক বাংলাদেশ স্কাউটস, পটুয়াখালী। পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ স্কাউটস সমাজ উন্নয়ন বিভাগের পরিচালনায় কিভাবে বৃক্ষরোপণ করে আরোও স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম সাইক্লোন শেল্টারকে সমৃদ্ধকরা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন।

উপজেলা কাব ক্যাম্পুরি ও স্কাউট সমাবেশ

৩ থেকে ৫ মে ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত আসমাতুন্নেশা পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় বামনা, বরগুনায় ৮ম উপজেলা স্কাউট সমাবেশ ও ৫ম জেলা কাব ক্যাম্পুরি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত উপজেলা কাব ক্যাম্পুরি ও স্কাউট সমাবেশের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান ও পৃষ্ঠপোশক বাংলাদেশ স্কাউটস বামনা উপজেলা। উপজেলা কাব ক্যাম্পুরিতে মোট ১০ টি ইউনিট এবং উপজেলা স্কাউট সমাবেশে ২ টি গার্ল ইন স্কাউট ইউনিট সহ মোট ১০ টি ইউনিট অংশগ্রহণ করে। মহাতাঁবু জলসা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস বামনা উপজেলা।

ইফতার ও দোয়া মাহফিল

বাংলাদেশ স্কাউটস পটুয়াখালী জেলা স্কাউটস ও জেলা রোভারের ব্যবস্থাপনায় গত ১১ জুন ২০১৭ তারিখে জেলা স্কাউট ভবন পটুয়াখালীতে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দোয়া ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মাছুমুর রহমান সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, পটুয়াখালী জেলা ও জেলা প্রশাসক পটুয়াখালী। আরোও উপস্থিত ছিলেন জনাব সিদ্দিকুর রহমান, সহ সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস পটুয়াখালী জেলা, জনাব জাফর আহম্মেদ অধ্যক্ষ পটুয়াখালী মহিলা কলেজ, জনাব মোঃ সুলতান আহম্মেদ এএলটি ও কমিশনার বাংলাদেশ স্কাউটস পটুয়াখালী জেলা, জনাব শাহজালাল সম্পাদক পটুয়াখালী জেলা, মোঃ জামাল উদ্দীন, সহকারী পরিচালক, জনাব মোঃ জাকির হোসেন, কোষাধ্যক্ষ বাংলাদেশ স্কাউটস পটুয়াখালী জেলা, বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব আবুল কালাম আজাদ, সম্পাদক বাংলাদেশ স্কাউটস পটুয়াখালী জেলা রোভার সহ ৫০ জন পটুয়াখালী জেলা স্কাউটস ও জেলা রোভারের নেতৃবৃন্দ।

পরিদর্শন

১৬ মে ২০১৭ তারিখ মঙ্গলবার স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম সাইক্লোন শেল্টার তালতলী বরগুনার কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন জনাব মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া, জাতীয় কমিশনার(উন্নয়ন) বাংলাদেশ স্কাউটস। আরোও উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন সহকারী পরিচালক বাংলাদেশ স্কাউটস, পটুয়াখালী সহ ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি টিম । স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম সাইক্লোন শেল্টার তালতলী বরগুনায় তিনতলা বিশিষ্ঠ একটি ভবনের কাজ চলছে। এটি জুলাই ২০১৮ সালের মধ্যে কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এটি সম্পন্ন হলে তালতলী উপজেলার অনেক মানুষ প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় তারা আর্শ্রয় নিতে পারবে।

কাব লিডার বেসিক কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস বরিশাল অঞ্চলের পরিচালনায় এবং মির্জাগঞ্জ উপজেলার ব্যবস্থাপনায় গত ৬-১০ মে ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত সুবিদখালী র.ই পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালীতে একটি কাব লিডার বেসিক কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোর্সে কোর্স লিডার হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করেন জনাব আব্দুস সোবহান এলটি ও আঞ্চলিক উপ-কমিশনার(প্রশিক্ষণ) বাংলাদেশ স্কাউটস বরিশাল অঞ্চল। আরোও প্রশিক্ষক হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করেন মোঃ জামাল উদ্দীন সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস পটুয়াখালী, জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন এএলটি, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (গবেষণা ও মূল্যায়ন) বাংলাদেশ স্কাউটস বরিশাল অঞ্চল সহ মোট ৮ জন। ৬ মে ২০১৭ তারিখ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস মির্জাগঞ্জ উপজেলা। উক্ত বেসিক কোর্সে মোট ৪৪ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

৫ম সাংগঠনিক ওয়ার্কশপ

১৩ মে ২০১৭ তারিখ শনিবার আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রূপাতলী, বরিশালে ৫ম সাংগঠনিক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ওয়ার্কশপে ওয়ার্কশপ পরিচালকের দ্বায়িত্ব পালন করেন জনাব আব্দুস ছাত্তার এলটি ও সদস্য জাতীয় নির্বাহী কমিটি বাংলাদেশ স্কাউটস। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সদর দফতরের প্রতিনিধি ও জাতীয় উপ-কমিশনার (সংগঠন)। আরোও উপস্থিত ছিলেন জনাব আব্দুস সোবহান এলটি আঞ্চলিক উপ-কমিশনার(প্রশিক্ষণ); জনাব মোঃ মমতাজ আলী এলটি, আঞ্চলিক পরিচালক ও সম্পাদক, জনাব জাকির হোসেন এলটি আঞ্চলিক উপ-কমিশনার(প্রোগ্রাম); জনাব মোঃ লুৎফর রহমান এএলটি ও কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ স্কাউটস বরিশাল অঞ্চল। জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন সহকারী পরিচালক বাংলাদেশ স্কাউটস পটুয়াখালী সহ বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ৩৫ জন স্কাউটার।

■ খবর প্রেরক: মোঃ জামাল উদ্দীন
সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, পটুয়াখালী

নওগাঁয় স্কাউট ওন ও ইফতার মাহফিল

নওগাঁয় সান্তাহার সরকারি কলেজ রোভার গ্রুপ ও আলোর সন্ধানে মুক্ত রোভার গ্রুপের যৌথ আয়োজনে স্কাউট ওন ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৮ জুন নওগাঁস্থ ফুড প্যালেসে সন্ধ্যায় এই স্কাউট ওন ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

সান্তাহার সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মো. হামিদুল হক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ জেলা রোভারের কমিশনার প্রফেসর মো. আব্দুল মজিদ, আলোর সন্ধানে মুক্ত রোভার গ্রুপের উপদেষ্টা আলতাফুল হক চৌধুরী আরব, গুণীজন জয়নাল আবেদিন মুকুল, মো. আজাহার আলী, নওগাঁ জেলা রোভারের সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি মো. আরমান হোসেন, জাহাঙ্গীরপুর সরকারি কলেজ রোভার গ্রুপের সিনিয়র রোভার মেট শাহিদ হাসান, রানীনগর শের এ বাংলা ডিগ্রি কলেজের রোভার মেট মো. শাকিল হোসেন সহ প্রায় পঞ্চাশের বেশি রোভার সদস্য।

অনুষ্ঠানে স্কাউটিং এর ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ নিজস্ব অনুষ্ঠান স্কাউট ওন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে রোভারিং এর সাথে বর্তমানে সম্পৃক্তদের সার্বিক উন্নতি এবং প্রয়াত সকলের জন্য দোয়া করা হয়। এবং দোয়া শেষে সকল রোভার এবং রোভার নেতাগণ ইফতার মাহফিলে অংশগ্রহণ করে।

■ খবর প্রেরক: মোঃ আরমান হোসেন
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, নওগা

ময়মনসিংহে গার্ল ইন রোভার মেট কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটসের (গার্ল ইন স্কাউটিং বিভাগ) অর্থায়নে রোভার অঞ্চলের পরিচালনায় ও ময়মনসিংহ জেলা রোভারের ব্যবস্থাপনায় গত ২১- ২৫ মে, ২০১৭ ইং তারিখ কোর্সের শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল হালিম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ পলিটেকনিক উপাধ্যক্ষ জনাব মোঃ মাহবুব আলী, ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সিভিল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রকৌশলী ড. রতন কুমার নন্দী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ময়মনসিংহ জেলা রোভারের ডি আর এস এল জনাব মোঃ শহিদুল্লাহ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ময়মনসিংহ জেলা রোভারের কমিশনার প্রফেসর শাহ্ মোঃ জিয়াউল হক। সভাপতিত্ব করেন কোর্স লিডার, বাংলাদেশ স্কাউট রোভার অঞ্চলের ডিআরসি (গবেষণা ও মূল্যায়ন) ড. আরেফিনা বেগম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন স্কাউটার রফিকুল ইসলাম ওপেন স্কাউট গ্রুপের সম্পাদক স্কাউটার এস এম এমরান সোহেল (পিআরএস)। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা রোভারের বিভিন্ন শ্রেণির কর্মকর্তাবৃন্দ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর থেকে কোর্স সিডিউল অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। কোর্স সিডিউলের অংশ হিসেবে গার্ল ইন রোভারগণ হাইকিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। কম্পাস, ফিল্ডবুক, ট্রাকিং সাইন ইত্যাদি অনুসরণ করে গন্তব্য স্থানে পৌছে। যাত্রা পথে গার্ল ইন রোভারগণ প্রাকৃতিক বিভিন্ন বস্তু সংগ্রহ করে থাকে। গন্তব্য স্থান ছিল মুক্তাগাছার ঐতিহ্যবাহী জমিদার বাড়ী। পরবর্তীতে সকলে বাংলার অতীত ঐতিহ্য পুরাকীর্তির নিদর্শন স্বরুপ ঐতিহ্যবাহী জমিদারবাড়ি পরিদর্শন করেন ও মুক্তাগাছার শহীদ স্মৃতি সরকারী কলেজের মুক্তমঞ্চে বনকলা উপস্থাপন করেন এবং হাইক রিপোর্ট পেশ করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুক্তাগাছা শহীদ স্মৃতি সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর খান মোঃ সালাহউদ্দিন কাইজার। তিনি উপস্থিত সকল অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক মন্ডলী, গার্ল ইন রোভার ও সেচ্ছাসেবকদের ধন্যবাদ জানান এবং মুক্তাগাছার ঐতিহ্যবাহী গোপাল পালের মন্ডার মাধ্যমে আপ্যায়ন করেন। ২৪ মে, ২০১৭ ইং তারিখ মহা তাঁবু জলসা অনুষ্ঠিত হয়। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট শিক্ষা বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও ময়মনসিংহ আইডিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর তোফাজ্জল হোসেন, মুমিনুন্নিসা সরকারী মহিলা কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও ময়মনসিংহ আইডিয়াল কলেজের পরিচালক প্রফেসর এন এন শাহজাহান সরকার, আনন্দমোহন সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ জাকির হোসেন, মুমিনুন্নিসা সরকারী মহিলা কলেজ ময়মনসিংহের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মোজাহার হোসেন, ময়মনসিংহ সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মে জাকির হোসেন, শহীদ স্মৃতি সরকারী কলেজ, মুক্তাগাছার অধ্যক্ষ প্রফেসর খান মোঃ সালাহ উদ্দিন কাইজার, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষক ইনস্টিটিউট ময়মনসিংহের পরিচালক প্রফেসর আজিজ আহমেদ সাদিক রেজা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ময়মনসিংহের উপাধ্যক্ষ মোঃ মঈন উদ্দিন, রোভার অঞ্চলের ময়মনসিংহ বিভাগীয় রোভার নেতা প্রতিনিধি প্রফেসর লুৎফর রহমান, স্কাউটার রফিকুল ইসলাম ওপেন স্কাউট গ্রুপের সভাপতি ও ময়মনসিংহ জেলা স্কাউটস সহ-সভাপতি মোঃ রফিকুল ইসলাম ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডাঃ তাসনুমা মেহেতাজ প্রমুখ। উদ্বোধনের পর গার্ল ইন রোভারবৃন্দ স্ব স্ব উপদল ভিত্তিক তাদের পরিবেশনা উপস্থাপন করেন। পরদিন ২৫ মে, ২০১৭ তারিখ সমাপনি অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারীদের হাতে সনদপত্র তুলে দিয়ে কোর্সের সমাপনী ঘোষণা করেন কোর্স লিডার ড. আরেফিনা বেগম, ডিআরসি (গবেষণা ও মূল্যায়ন), বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল।

■ খবর প্রেরক: রোভার মোঃ সাকিব (পিএস)
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, ময়মনসিংহ

চাঁদপুর নদী বন্দরে রোভার স্কাউটদের সেবাদান

প্রতি বছরের ন্যয় এ বছরের চাঁদপুর লক্ষ ঘাটে বাংলাদেশ স্কাউটস চাঁদপুর জেলা রোভারের সদস্যরা ঈদের আগে এবং ঈদের পরে যাত্রী সাধারণের যাতায়াত সুষ্ঠু, সাচ্ছন্দে ও নির্বিঘ্নভাবে সম্পন্ন করণের লক্ষ্যে সেবা প্রদান করা শুরু করেছে। বাংলাদেশ আভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন কতৃপক্ষের আর্থিক সহায়তায় রোভাররা এই সেবা দান করে থাকে। চাঁদপুরের বিভিন্ন কলেজ থেকে রোভাররা জেলা রোভারের হয়ে এই কার্যক্রম করে থাকে। প্রতিদিন ২৫ (পঁচিশ) জন রোভার দুই শিফটে স্কাউটস প্রতিজ্ঞা পাঠের মাধ্যমে এ কার্যক্রম করে থাকেন। জেলা রোভার সম্পাদক এবং জেলা রোভার স্কাউট লিডার এই কার্যক্রমের তদারকী করে থাকেন।

পথ শিশুদের সাথে ইফতার ও ঈদ বস্ত্র বিতরণ

বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের আওতায় গাজীপুর জেলা রোভারের কাজী আজিমউদ্দিন কলেজ রোভার স্কাউট দলের আয়োজনে জুন ২০১৭, কলেজ প্রাঙ্গনে আয়োজন করা হয় পথ শিশুদের সাথে ইফতার ও ঈদ বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান। উক্ত আয়োজনে ৩৬ জনপথ শিশুদের মধ্যে ইফতার ও ঈদ বস্ত্র বিতরণ করা হয়। প্রধান অতিথি উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ আলতাফ হোসেন, অধ্যক্ষ, কাজী আজিম উদ্দিন কলেজ এবং কমিশনার, গাজীপুর জেলা রোভার। আরো উপস্থিত ছিলেন শরিফুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ, গাজীপুর জেলা রোভার প্রমূখ।

এতিমদের সাথে ইফতার

টঙ্গী সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট দলের আয়োজনে ১২ জুন ২০১৭, আঞ্জুমানে হেদায়াতুল উম্মত এতিমখানা ও মাদ্রাসা, ছোটবাজার, এরশাদ নগর, টঙ্গী, গাজীপুর-এ আয়োজন করা হয় এতিমদের সাথে ইফতার অনুষ্ঠান। উক্ত মাদ্রাসায় ৬৫ জন এতিমদের মধ্যে ইফতার বিতরণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন রোভার স্কাউট লিডার জনাব সারোয়ার হোসেন, সিনিয়র রোভার মেট ইয়াছিন আরাফাত, দিদার সাবেক সিনিয়র রোভার মেট মেহেদী এবং সকল রোভার ও গার্ল-ইন-রোভার স্কাউট।

গরীব ও পথ শিশুদের নিয়ে মেহেদী উৎসব

ঈদের আনন্দ সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে গরীব, অসহায়, পথশিশুদের মাঝে ৩ দিনের মেহেদী উৎসব পালন করে গাজীপুর জেলা রোভারের কারক মুক্ত রোভার স্কাউট গ্রুপ। ২৩ জুন ২০১৭ থেকে ২৫ জুন ২০১৭ পর্যন্ত চারটি স্থানে উক্ত উৎসব পালন করা হয়। পর্যায়ক্রমে ২৩ জুন ২০১৭ মোহাম্মদ আলী পাঠান হাই স্কুল, পাগার, টঙ্গীতে দিনব্যাপী প্রায় ৫০ জন অসহায় শিশুদের মাঝে মেহেদী দিয়ে দেয়া হয়। ২৪ জুন ২০১৭ তারিখ টঙ্গী রেল জংশন এবং টঙ্গী এরশাদনগর দিনব্যাপী প্রায় ১০০ অসহায়, পথশিশুদের মাঝে মেহেদি উৎসব পালন করা হয় এবং ২৫ জুন শেখ রাসেল পূনর্বাসন কেন্দ্র (বালিকা শাখা) টঙ্গী কলেজ গেইট এ সকাল থেকে দিনব্যাপী প্রায় ৩০ জন অসহায় শিশুদের মেহেদী দিয়ে দেয়া হয়। উক্ত উৎসব এ উপস্থিত ছিলেন কারক মুক্ত রোভার স্কাউট গ্রুপ এর সম্পাদক ও রোভার স্কাউট লিডার উজ্জ্বল লস্কর এবং গার্ল-ইন-রোভার স্কাউট লিডার মমেনা সরকার পলি।

■ **খবর প্রেরক:** আওলাদ মারুফ
সহ-সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস

স্কাউটস ওন ও ইফতার

স্কাউটস ওন স্কাউটদের একটি নিজস্ব অনুষ্ঠান, এর মাধ্যমে স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইন সুষ্ঠুভাবে চর্চা ও প্রতিফলিত হয়। রোভার ও স্কাউটদের সুষ্ঠু চর্চা ও প্রতিফলনের দিক লক্ষ্য রেখে ১৬ জুন, ২০১৭ ময়মনসিংহ জেলার স্কাউটার রফিকুল ইসলাম ওপেন স্কাউট গ্রুপ আয়োজন করে স্কাউটস ওন ও ইফতার অনুষ্ঠানের। অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্কাউটস ওনের তাৎপর্য ব্যাখা করেন অত্র গ্রুপের সম্পাদক ও আর এস এল এস এম এমরান সোহেল (পিআরএস)। পরবর্তীতে রোভার ও স্কাউটরা তাদের নিজ নিজ পরিবেশনা উপস্থাপন করেন। স্কাউটস ওনের মূল্যায়ন ও সমাপ্তি ঘোষণা করেন অত্র গ্রুপের সভাপতি মোঃ রফিকুল ইসলাম। ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্কাউটার ফজলে খোদা মোঃ নাজির, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ময়মনসিংহ জেলা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্কাউটার এ এস এম মোকাররম হোসেন সরকার ও জেলা স্কাউট লিডার ময়মনসিংহ জেলা স্কাউটস। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন স্কাউটার ফাতেমা আক্তার, স্কাউটার কল্লোল সরকার মনজিত, উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ জেলা রোভারের যুগ্ম সম্পাদক মোঃ সাইফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন এস এম এমরান সোহেল। উক্ত অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন গ্রুপের স্কাউট শাখার সম্পাদক এডভোকেট মতিউর রহমান ফয়সাল, মোঃ রেজাউল করিম, লিয়া আফরোজ, ময়মনসিংহ বিভাগীয় রোভার মেট প্রতিনিধি রোভার অমিত কর। দোয়া ও ইফতার এর মাধ্যমে উক্ত প্রোগ্রামের সমাপ্তি হয়।

ঈদে যাত্রীদের সেবায় স্কাউট

ময়মনসিংহ জেলার স্কাউটার রফিকুল ইসলাম ওপেন স্কাউট গ্রুপের আয়োজনে ২৪ ও ৩০ জুন, ২০১৭ তারিখে স্কাউট ও রোভার সদস্যরা স্টেশনে যাত্রী সেবায় দায়িত্ব পালন করেন। ঈদে ঘরে ফেরা মানুষদের আবারও কাজে ফিরতে যাত্রা পথে সহযোগিতা করতে ময়মনসিংহ রেলওয়ে স্টেশনে দায়িত্ব পালন করে স্কাউট, রোভার ও সেচ্ছাসেবকরা। সার্বিক তত্ত্বাবধাকের দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার রফিকুল ইসলাম ওপেন স্কাউট গ্রুপের সম্পাদক অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান ফয়সাল ও রোভার স্কাউট লিডার মোঃ রেজাউল করিম। যাত্রাপথে যাত্রীদের মালামাল বহন, নারী, শিশু ও বয়স্ক যাত্রীদের ট্রেনে উঠতে সহযোগিতা করাসহ বিভিন্ন কাজে স্কাউট ও রোভারগণ দায়িত্ব পালন করেন দিনব্যাপী। উক্ত আয়োজনে স্কাউটার রফিকুল ইসলাম ওপেন স্কাউট গ্রুপের ১৬ জন রোভার এবং ২০ জন স্কাউট সদস্য অংশগ্রহণ করেন। এই আয়োজনে আরও অংশ নেয় ময়মনসিংহ সদর উপজেলার মুকুল নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়, লেতুমন্ডল উচ্চ বিদ্যালয় ও প্রিমিয়ার আইডিয়াল হাই স্কুলের স্কাউট সদস্যরা। পাশে ছিল বিডি ক্লিন-ময়মনসিংহের সেচ্ছাসেবকরা। ময়মনসিংহ রেলওয়ে জংশন স্টেশনের সুপারিটেন্ডেন্ট মোঃ জহুরুল ইসলাম এ সময় সহযোগিতা করেন এবং তিনি রোভার ও স্কাউটদের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং সেবাদান কার্যক্রমের প্রশংসা করে সামনের দিনগুলোতেও তাদের পাশে থাকার জন্য অনুরোধ জানান এবং অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানান। রোভারদের এ উদ্যোগের প্রশংসা করে ময়মনসিংহ জেলা রোভারের কমিশনার প্রফেসর শাহ মোঃ জিয়াউল হক ধন্যবাদ জানান। পরিশেষে সন্ধ্যায় এ কার্যক্রমের সমাপ্তি হয়।

■ **খবর প্রেরক:** রোভার মোঃ সাকিব
সিনিয়র রোভার মেট

স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা

স্কাউট অনির্বাণ হালদার
আগৈলঝাড়া মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়
আগৈলঝাড়া, বরিশাল অঞ্চল

স্কাউট যারিন তানিম
জয়পুরহাট সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
রাজশাহী অঞ্চল

“শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ”

* স্থাপিত ক্ষমতা : ১৪৮০ মেগাওয়াট
* বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা : ১৪০১ মেগাওয়াট
* চলমান ইউনিট সমূহ : মোট ১০টি
(স্টীম টারবাইন-৫টি, গ্যাস টারবাইন-১টি
গ্যাস ইঞ্জিন-১টি, সিসিপিপি-২টি মডিউলার-১টি)

চলমান প্রকল্প সমূহ

* আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (নর্থ)
* আশুগঞ্জ ৪০০ মেঃওঃ সিসিপিপি (ইস্ট)

আসন্ন প্রকল্প সমূহ

* পটুয়াখালী ৬২০x২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট
* আশুগঞ্জ ৮০ মেঃওঃ সোলার গ্রীড টাইড পাওয়ার প্ল্যান্ট

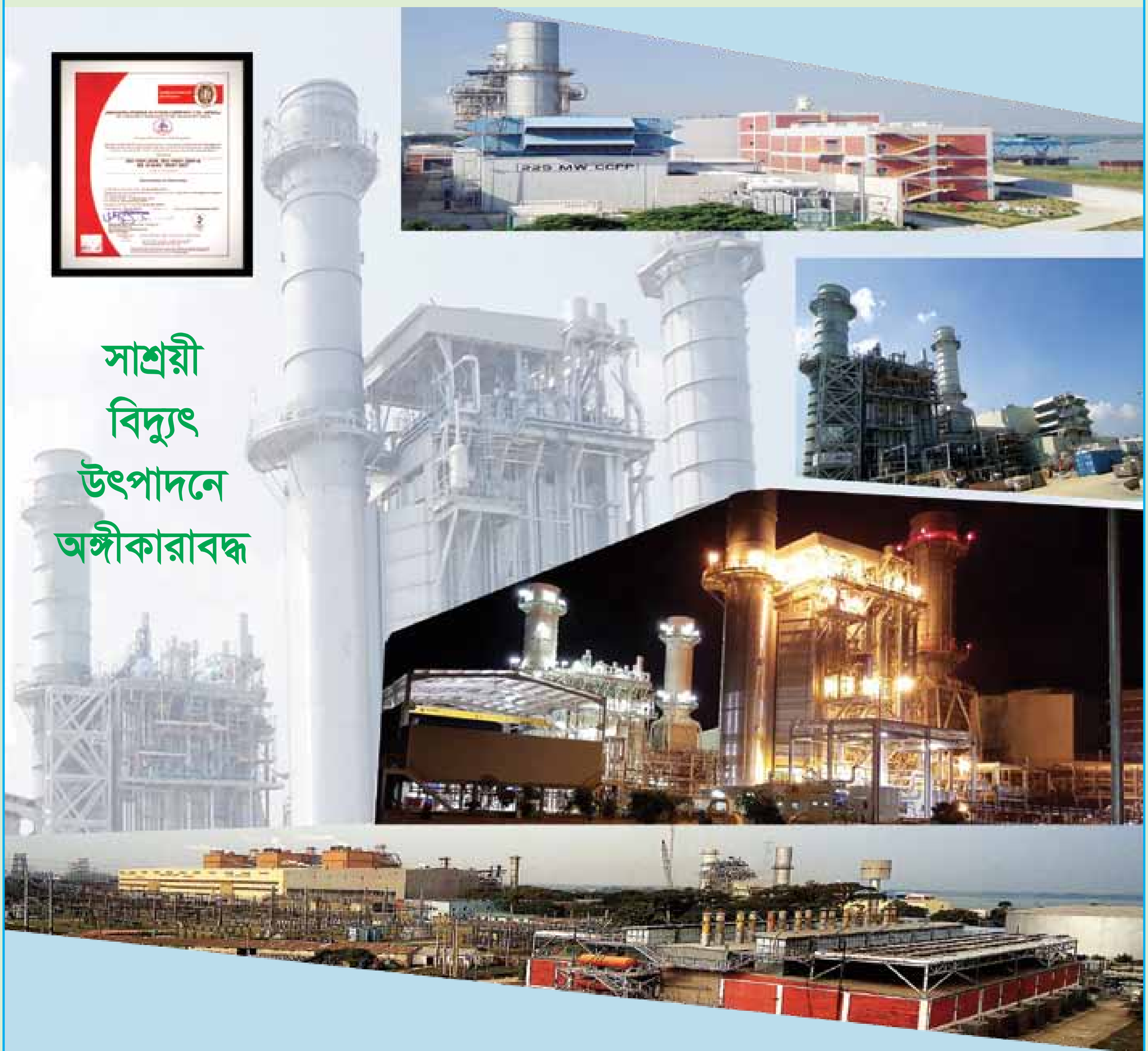

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ

(বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের একটি প্রতিষ্ঠান)

আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০২, বাংলাদেশ

ফ্যাক্স : +৮৮-০৮৫২৮-৭৪০১৪, ৭৪০৪৪

E-mail : apscl@apscl.com, apsclbd@yahoo.com, Website : www.apscl.com

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot Bangladesh Scouts, Year 61, Issue 07, July-2017

ISO 9001 : 2000 CERTIFIED

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীড এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়াই আমাদের অঙ্গিকার

- গ্রীড উপকেন্দ্র, গ্রীড লাইন ও টাওয়ার আমাদের জাতীয় সম্পদ, তা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- গ্রীড উপকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করুন, বড় ধরণের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহায়তা করুন।
- বৈদ্যুতিক টাওয়ারের সংস্পর্শে আসবেন না, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপনা নির্মাণ করুন।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন কালে গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরুত্বে স্থান নির্বাচন করুন।
- আপনার গ্রাহক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। মনে রাখুন আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে তা অন্য একজন ব্যবহার করতে পারে। এমনকি ইহা গুরুত্বর অসুস্থ একজনের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগতে পারে।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে সচেতনভাবে ফ্যান, বাতি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী (CFL/T5) বাল্ব ব্যবহার করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১:০০টা পর্যন্ত সময়ে দোকান, শপিংমল, বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা হতে বিরত থাকুন। এ সময়ে সর্বোচ্চ জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদার গ্রাহক প্রান্তের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখুন।

Editor: Md. Toufiq Ali, Published by Arshadul Mukaddish, Executive Director in-Charge on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban 60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Dot Net Limited, 51-51/A, Purana Paltan, Dhaka-1000, Phone: 9563578